চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 December, 2019 ■ আগরতলা, ৮ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্যাব ঃ স্তব্ধ হবে রাজ্য

এডিসি বন্‌ধের ডাক শরিক আইপিএফটি'র, সস্তা রাজনীতি বলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা করে শাসকজোট শরিক ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (আইপিএফটি) আগামী ৯ ডিসেম্বর এডিসি এলাকায় ১২ ঘণ্টা বনধ ডেকেছে। এদিকে, ক্যাব-এ অনেক পরিবর্তন আনা সত্ত্বেও এ-ধরনের সস্তা রাজনীতি জবাব মানুষ দেবেন, আহূত বনধের বিরোধিতা করে তোপ দেগেছে বিজেপি। এতে মনে হচ্ছে, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলকে ঘিরে শাসকজোটে মত বিরোধ রয়েছে। তবে বনধ স্বাভাবিক জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা বলেন, গত ২ ডিসেম্বর দিল্লির যন্তরমন্তরে ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ধরনা প্রদর্শন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ধরনা শেষে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী, ডোনার মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তফশিল এলাকাকে নিয়ে তিপ্রাল্যান্ড গঠন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা, সারা দেশে এনআরসি চালু, ব্রু শরণার্থীদের স্থায়ী সমাধান এবং ককবরককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনির্দিষ্টকালের বন্‌ধের ডাক যৌথ ফোরামের, ভর্ৎসনা বিজেপি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা করে আগমী ৯ ডিসেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ-এর ডাক দিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট অ্যাগেনস্ট সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (সংযুক্ত কমিটি)। শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিটির কনভেনর এন্থনি দেববর্মা বনধ-এর ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, উপজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইএনপিটি, এনসিটি, টিএসপি, ছাত্র যুব সংগঠন টিএসএফ, বিভিন্ন উপজাতি ছাত্র সমাজ, নাগরিক সমাজ, ক্ষত্রিয় সমাজ এবং বিভিন্ন এনজিও তাঁদের কমিটিতে রয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমেই অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ-এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এন্থনি দেববর্মার আহ্বান অন্য উপজাতিভিত্তিক রাজনৈতিক এবং জাতীয় দলও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় আহূত বনধ-এর সমর্থন করুক। সাথে তাঁর হুঁশিয়ারি, প্রস্তাবিত বনধকে ঘিরে ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে রাজ্য সরকারকে এর দায় নিতে হবে। এদিকে অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ-এর ঘোষণায় বিজেপি ভর্ৎসনা করে বলেছে, রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়েই তাঁরা এখন রাজ্যকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

সম্ভবত ৯ ডিসেম্বর লোকসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই, ওইদিন থেকেই বিল-এর বিরোধিতায় অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধের ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কমিটি। আজ এন্থনি দেববর্মা জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে। বিলটি এই অঞ্চলের ভূমিপুত্রদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে। তাই এই বিলকে কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না।

আইএনপিটি-র সাধারণ সম্পাদক বলেন, গতকাল সংযুক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা এবং কনভেনর এন্থনি দেববর্মা নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্ভবত লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পাশ হয়ে যাবে। কিন্তু, এই বিল থেকে ত্রিপুরাকে বাদ রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছিল। অথচ, তাঁদের দাবি না মেনে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে বিল পেশ করতে চলেছে। তিনি এদিন সমস্ত আঞ্চলিক এবং জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিলের বিরোধিতায় বনধকে সমর্থন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এনসিটি নেতা অনিমেষ দেববর্মা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নাও'র ধর্ষিতা তরুণীর মৃত্যু

ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে ফের উত্তাল দিল্লির রাজপথ

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। ধর্ষকদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে ফের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দিল্লির রাজপথে। পর পর ধর্ষন। উন্নাওয়ের নির্যাতিতার মৃত্যুতে যা ধৈর্য্যের বাধ ভেঙে দেয়। মহিলা নিরাপত্তা দিতে সরকারি ব্যর্থতাকে দায়ী করে মানুষের প্রতিবাদের ঢল নামল রাজধানী দিল্লিতে। শনিবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে দিল্লির রাজপথ। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙল বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে জলকামান ছোঁড়ে পুলিশ। অন্যদিকে, দিল্লির রাজঘাট থেকে মোমবাতি মিছিল করে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত পৌঁছান কলেজ পড়ুয়া থেকে বৃদ্ধারাও। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় অনেককেই। হায়দরাবাদ, উন্নাও সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিত্য ঘটে চলেছে ধর্ষণের ঘটনা। দেশ দুড়ে একের পর ক্রমবর্দমান ধর্ষণ ও মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতিবাদে ফের রাজপথে মানুষ । ২০১২-র দিল্লি নির্ভয়া কাণ্ডে দাবি ছিল, ধর্ষকদের শাস্তি চাই। ২০১৯-এ ফের রাজপথে মানুষের বিক্ষোভের দাবিও একই, ধর্ষকদের শাস্তি চাই। উন্নাওয়ের নির্যাতিতার শরীরের ৯০ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল। তড়িঘড়ি চিকিতার জন্য তাঁকে বিমানে করে দিল্লির সফদরজঙ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত বাঁচানো গেল না তাঁকে। গতকাল রাতেই মারা যান তিনি। এই ঘটনার কয়েক ঘন্টা পরেই প্রতিবাদে উত্তাল উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে রাজধানী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল নাবালিকা । তবে বাস্তবে তা সম্ভব হল হল না নাবালিকা গৃহবধূর ক্ষেত্রে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা গৃহবধূর স্বামী ও শাশুড়িকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারে অজয় রায়ের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল কল্যাণপুর ঘনিয়ামারার সুপ্রিয়া চৌধুরীর। জানা গেছে, প্রায় দুমাস আগে অজয়ের হাত ধরে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে বাপের বাড়ি ছেড়েছিলেন ওই নাবালিকা। প্রায় দু মাস তাদের সংসার চলেছে। তবে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়নি। উভয় পক্ষের মধ্যে সামাজিক বিয়ে নিয়ে দর কষাকষি চলছিল। পাত্রপক্ষ নগদ ৫০ হাজার টাকা সহ অন্যান্য জিনিসপত্র দাবি করেছিল বলে জানান মৃতার নিকটাত্মীয়।

ওই আত্মীয়ের কথায়, সুপ্রিয়ার মা-বাবা ২৫ হাজার টাকা মিটিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। সে অনুযায়ী সামাজিক বিয়ের আগেই ১৫ হাজার টাকা হাতে তুলে দেওয়া হয় অজয়ের পরিবারের হাতে। টাকা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই সুপ্রিয়ার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুণ ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাঁর দাবি, দীনদরিদ্র পরিবারের সুপ্রিয়ার মা-বাবার পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী নগদ টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী মিটিয়ে নিতে না পারায় আগুনে পুড়িয়ে করে হত্যা করা হয়েছে সুপ্রিয়াকে।

তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে জিবিতে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই গৃহবধূ । এদিকে জি বি হাসপাতালে মৃতের পরিবার তাঁর স্বামী ও শাশুড়িকে উত্তম মধ্যম দিয়েছে। খবর পেয়ে জি বি ফাঁড়ির পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে তাদের উত্তেজিত জনতার হাত থেকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের তরফ থেকে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শান্তিরবাজার থানার পুলিশ মৃতের স্বামী ও শাশুড়িকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে গেছে।

৯৬১টি স্কুল বন্ধ করার সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এনএসইউআই'র গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। রাজ্যের ৯৬১টি সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ এবং ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন সহ ৯ দফা দাবিতে শনিবার ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে ৪ ঘণ্টার গণ-অবস্থান সংগঠিত করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। ৪ ঘণ্টার গণ-অবস্থান পালন করল এনএসইউআই।

রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদ সহ অন্যান্য দাবিতে এই গণ-অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। গণ-অবস্থান স্থলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এনএসইউআই'র রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস বলেন, রাজ্য সরকার ৯৬১টি স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। এই স্কুলগুলি অবিলম্বে চালু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় অবিলম্বে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপনেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি। কলেজগুলিতে গত ২ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়ে আছে।

অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার দাবি জানিয়েছে এনএসইউআই। শিক্ষা দপ্তরের তুঘলকি সার্কুলার বন্ধ এবং গেরুয়াকরণ বন্ধ করার জোরালে দাবি জানিয়েছেন এনএসইউআই সভাপতি। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে ভাইস চেন্সেলর নিয়োগ করার জন্যও গণ-অবস্থান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনকাউন্টার পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবিতে আর্জি শীর্ষ আদালতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার এবার সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে গেলউ হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিতককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর, তদন্ত এবং পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হল মামলা। এনকাউন্টারে জড়িত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর, তদন্ত এবং পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়ে শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন জিএস মণি এবং প্রদীপ কুমার যাদব নামে দু'জন আইনজীবী। সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে বলা হয়েছে, এনকাউন্টারের সময় ২০১৪-য় দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন মানেনি তেলেঙ্গানা পুলিশ। ২০১৪ সালে সর্বোচ্চ আদালতের তরফে বলে দেওয়া হয়েছিল, এনকাউন্টারের সময় ১৬টি বিষয় মেনে চলতে হবে।

বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে আরও একটি আবেদন জমা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৩ দফা দাবীতে আন্দোলন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রেগার মজুরি ৬০০ টাকা করা, বছরে ২৫০ দিন রেগার কাজ সুনিশ্চিত করা সহ মোট ১৩ দফা দাবিকে সামনে রেখে ১০ ডিসেম্বর সমগ্র রাজ্যে মিছিল, মিটিং ও পথসভা সংগঠিত করবে ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন। শনিবার মেলারমাঠস্থিত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই সংবাদ জানান ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব বাবুল ভদ্র। তিনি জানান মূলত সারা ভারত কৃষক শ্রমিক ইউনিয়নের ডাকে সমগ্র দেশে ১০ ডিসেম্বর আন্দোলন কর্মসূচী পালন করা হবে। তারই অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্যেও ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের কাউন্টার স্থাপনের প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। শনিবার দুপুরে মধুপুর থানার অন্তর্গত হাসপাতাল চৌমুহনী এলাকায় মহিলারা রাস্তা অবরোধ করে। হাসপাতাল চৌমুহনীতে বিলেতি মদের কাউন্টার তৈরি করার কাজ চলছে। কাউন্টার হবে জানতে পেরে এলাকা র রমনিরা বিশালগড় - কমলাসাগর রাস্তা অবরোধ করে ফেলে।প্রায় দু ঘন্টা ঐ সড়কটি যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পরে।পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানার পুলিশ এসে মহিলাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এখানে মদের কাউন্টার হবে না। এ বিষয়ে উচ্চ আধিকারিকদের সাথে কথা বলা হবে। তখন মহিলারা পুলিশের কথা শুনে বেনার, পোষ্টার হাতে নিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়। অবরোধের ফলে যানজটে যাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

অপহরণ ও খুনের মামলায় ধৃত আসামীকে আদালতে সোপর্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ ডিসেম্বর।। অপহরণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত যুবককে চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। শুধু তাই নয় ওই আসামীকে শনিবার আদালতেও সোপর্দ করেছে মেলাঘর থানার পুলিশ। ওই যুবকের নাম রাজীব হুসেন।

জানা গিয়েছে, একটি অপহরণ এবং পাশাপাশি খুনের মামলার সাথে জড়িত ছিল রাজীব হুসেন। মেলাঘর থানায় এই সংক্রান্ত একটি মামলা নথিভুক্ত রয়েছে। মামলার নম্বর ১৩/২০১৯। সংবাদে প্রকাশ, এই মামলায় বিল্লাল মিয়া এবং আকাশ মিয়া নামে দুই অভিযুক্তকে আগেই গ্রেপ্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

শনিবার প্রথম পাতায় 'খুমুলুঙে হোমিওপ্যাথি কলেজ গড়তে কেন্দ্রের কাছে ৯৪৯ কোটি টাকা চাইবে রাজ্য সরকার' প্রকাশিত শিরোনামটি পড়তে হবে 'খুমুলুঙে হোমিওপ্যাথি কলেজ গড়তে কেন্দ্রে প্রস্তাব পাঠাবে রাজ্য সরকার'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

উত্তর জেলায় তেল মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, পাচারকালে ব্যারেল ভর্তি ডিজেল সহ আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে তেল মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে, আর এই মাফিয়াদের দৌরাত্ব ঠেকাতে প্রায়শই অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।অভিযানে নেমে সাফল্যও কম-বেশি অর্জন করছে রাজ্য পুলিশ। অবশ্য অনেক সময় প্রণামীর বিনিময়ে এই ধরনের অবৈধ গাড়িগুলি আটক করেও ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে থাকে পুলিশের বিরুদ্ধে। আর এর ফলেই পুনরায় বুক চিতিয়ে অবৈধ তেলের ব্যবসা চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তেল মাফিয়ারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ধর্মনগর থেকে অবৈধভাবে ডিজেল নিয়ে কমলপুর যাবার পথে একটি বোলেরো পিকআপ গাড়িকে আটক করে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ফটিকরায়ের তারাপুর এলাকা থেকে একটি বলেরো পিকআপ গাড়ি আটক করে পুলিশ।গাড়ীতে থাকা ৮০০ লিটার ডিজেলের বৈধ কোন কাগজপত্র না দেখানোর কারণে চালক সমেত ডিজেল বোঝাই গাড়িকে থানায় নিয়ে আসা হয়। আটককৃত ডিজেলের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪৮ হাজার টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলাও হাতে নেওয়া হয়েছে।

অবৈধভাবে তেল পাচারের সময় চুনোপুঁটিদের পুলিশ জালে তুললেও পুলিশের জালে এখনো অধরা রাঘব বোয়াল তেলমাফিয়ারা।আর এই রাঘববোয়ালদের দৌলতেই এখনো পর্যন্ত অবৈধভাবে তেলের রমরমা ব্যবসা চলছে ফটিকরায় কুমারঘাট সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়।চুনোপুঁটি তেল মাফিয়াদের পেছনে ছুটার পাপাপাশি পুলিশ যদি রাঘববোয়ালদের ধরার চেষ্টা করতো তাহলে হয়তো অবৈধভাবে তেলের ব্যবসা কিছুটা বন্ধ হতো রাজ্যে এমনটাই মনে করছেন সচেতন মহল।তাছাড়া পাশ্ববর্তী রাজ্য অসম থেকে কদমতলা চুরাইবাড়ি সীমান্ত হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধ ভাবে পুলিশকে ম্যানেজ করে জ্বালানি তেল প্রবেশ করারও অভিযোগ রয়েছে।সুতরাং সীমান্ত এলাকায় নজরদারি যেন সঠিকভাবে চালায় পুলিশ সেই ব্যাপারেও জোরালো দাবি উঠছে।

ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের বাম শাসনে মোহনপুরের বামবিরোধী দাপুটে নেতা বর্তমান শাসক বিজেপি দলের মোহনপুর মণ্ডলের সদস্য তপন গোপের অনাখাঙ্খিত মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা মোহনপুরজুড়ে। শুক্রবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নেশামুক্ত এবং প্লাষ্টিকমুক্ত রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জনগণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল পান করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতেও এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে পাঁচদিনব্যাপী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এন এস এস উৎসবের উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানান তিনি।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি এন ই সি বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগমুক্ত করার সংকল্প নিয়েছেন । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও এই সংকল্প বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে একযোগে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির এন এস এসের স্বেচ্ছাসেবকদেরও এগিয়ে আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতকে প্লাষ্টিকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন । এই লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্লাষ্টিক বর্জন করার উপর সচেতনতা বাড়াতে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এন এস এস সবসময় সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে কাজ করে থাকে। দেশে বন্যাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এন এস এসের স্বেচ্ছাসেবকরা দুর্গতদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে । দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই ধরণের সেবামূলক মানসিকতা থাকা প্রয়োজন বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে । আমাদের রাজ্যেও ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠির আলাদা আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এন এস এস স্বেচ্ছাসেবীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষী আখ্যা দিয়ে একসূত্রে গাঁথার উদ্যোগ নিয়েছেন । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছেন । প্রধানমন্ত্রীর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ণের লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের ভবিষ্যত যুব সমাজকে নেশার আসক্তি থেকে মুক্ত করতে এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা সংকল্পবদ্ধ হয়ে কাজ করবে ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, দেশ ও সমাজ গঠনে যুবক-যুবতীদের প্রকৃত নাগরিক হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৬ ■ সংখ্যা ৬০ ■ ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ■ ২২ অগ্রহায়ণ ■ রবিবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আকাশ পথে নতুন দিগন্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ সরকার খুব জরুরী ভিত্তিতে রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় চারটি বিমানবন্দর নির্মাণ করিয়াছিল। রাজতন্ত্র হইতে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর এই ত্রিপুরার চারটি বিমানবন্দরই চালু ছিল এবং ছোট বিমান যাত্রী পরিষেবা চালাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কালক্রমে সেই বিমানবন্দরে বিমান উঠানামা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফলে, আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের তিনটি বিমানবন্দর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আগরতলা বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করিতে প্রকল্প হাতে নেওয়া হইয়াছে। পরিত্যক্ত তিন বিমানবন্দর কৈলাসহর, মানিকভান্ডার ও খোয়াই এখন জাতে উঠিতে চলিয়াছে। আবার সেই তিনটি বিমান বন্দর প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিবে বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে এই তিন বিমানবন্দর চালুর ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাড় দিতে চলিয়াছে বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এই পরিত্যক্ত বিমানবন্দরগুলিকে চালু করিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। শুধু ত্রিপুরা নহে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও এই উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। উড়ান প্রকল্পে ছয়টি অলাভজনক এবং ২৪টি আনসার্ভড বিমানবন্দর তথা এয়ারস্ট্রিপের জন্য ইতিমধ্যে দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এক হাজারটি রুট এবং একশটির বেশী বিমানবন্দর চালু করা। এইসব প্রকল্প রূপায়ণে ২০ আসন বিশিষ্ট বিমানগুলিই ব্যবহার করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলকে পর্য্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অনেক বেশী সাফল্য আনিতে পারে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগের সমস্যা ইত্যাদির কারণে পর্য্যটকরা এই অঞ্চল সফরে তেমন উৎসাহী হইতে চান না। যদি এই অঞ্চলে স্বল্প ভাড়ায় আকাশ পথে ভ্রমণের সুবিধা থাকে তাহা হইলে পর্য্যটকরা এই অঞ্চলে ভ্রমণে উৎসাহিত হইবেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। আছে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য, সবুজের সমারোহ, ঝরনা, পাহাড়ের মুগ্ধতা। বিশেষ করিয়া ছোট্ট পার্বতী রাজ্য এই ত্রিপুরার প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য তো তুলনাহীন। ইতিহাস বিজরিত এই ছোট্ট রাজ্যটির প্রকৃতির অকৃপন সৌন্দর্য্য মুগ্ধ না হইয়া উনায় নাই। সেই ত্রিপুরায় এতদিন গণহারে আসিতেন না পর্য্যটকরা। যদি আকাশ পথে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করা যায় তাহা হইলে পার্য্যটকরা আগ্রহী হইবেই। আগরতলা ছাড়া যে তিনটি বিমানবন্দর আছে সেগুলি কার্য্যত উত্তর ও ধলাই জেলায়। দক্ষিণ ও গোমতী জেলায় বিমানবন্দর নাই। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সেনা জওয়ানদের সুরক্ষিত স্থানে রাখিতে এবং যুদ্ধের সুবিধার জন্য এই চারটি বিমান ঘাঁটি রাতারাতি তৈরী করা হয়। তখন দক্ষিণ ত্রিপুরা বিমান ঘাঁটি করিবার তাগিদ ছিল না। যদি রাজ্যে পরিত্যক্ত তিনটি বিমান ঘাঁটি আবার প্রাণ ফিরিয়া পায় তাহা হইলে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আরেকটি বিমান ঘাঁটি করা যাইতে পারে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হইলে আকাশ পথে ত্রিপুরায় এক নতুন অধ্যায় রচিত হইবে। আকাশপথে চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় রচিত হইলে ত্রিপুরায় পর্যটক আগমন বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু, পর্য্যটক আগমনের ক্ষেত্রে প্রধান শর্তই হইতেছে শান্তি। ত্রিপুরা একসময় ছিল অগ্নিগর্ভ। উগ্রপন্থীর কারণে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। পাহাড় ছিল বন্দুকবাজদের দখলে। বহু গ্রাম ছাড়িয়া মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়াছে। হাজার হাজার পরিবার উদ্বাস্তু হইয়াছে। বহু মানুষকে হত্যা করিয়াছে। সেই অগ্নিগর্ভ ত্রিপুরায় শান্তির পরশ আসে। জাতি উপজাতির মেল বন্ধনে ত্রিপুরা দেখে নতুন স্বপ্ন। গ্রাম পাহাড়ে ফিরিয়া আসে শান্তি। কিন্তু, আবার ঈশান কোণে মেঘের আনাগোনা যেন চলিতেছে। রাজ্যে উপজাতি রাজনীতি আবার যেন অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠিতেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সোমবার হইতে অনির্দিষ্ট কালের বন্ধের ডাক দিয়াছে। উগ্রপন্থী সংগঠনগুলিও যেন তৎপর হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। এমন আভাষ রাজ্য প্রশাসনে থাকিতে পারে।

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জাতি উপজাতির সম্মিলিত শক্তিই দেশে নতুন স্বপ্ন দেখাইতে পারে। সেখানে যদি উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হয় তাহা হইলে পর্য্যটক টানা যাইবে না। পৃথিবীর ভূস্বর্গ হিসাবে খ্যাত কাশ্মীর। কিন্তু, সেখানে শান্তির পরিবেশ না্া থাকায় পর্য্যটকরা সেখানে ভ্রমণে উৎসাহ হারাইতেছেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছাইতে কেন্দ্র বিশেষ উদ্যোগ নিয়াছে। এই উদ্যোগ তখনই সফল হইতে পারে যদি এখানে উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সংহতি সুদৃঢ় হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে রাজ্যে ধর্মঘট আন্দোলনের ডাক দিয়াছে জয়েন্ট একশন কমিটি। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের ভূমিকা কোন পথে তাহাও দেখিবার বিষয়। ত্রিপুরায় আকাশ পথে ভ্রমণের সুবিধা নিঃসন্দেহে ঐতিহাকি ঘটনা হিসাবে দেখিতে হইবে। পঞ্চাশের দশকে আগরতলা বিমান বন্দর সহ ত্রিপুরার আর তিনটি বিমানবন্দরে বিমান চলাচল করিত। আজ নতুন করিয়া এই বিমান চলাচলের উদ্যোগ সেই ইতিহাসকেই আবার মনে করাইয়া দিল্ল।

ভবঘুরেদের জন্য রাত্রিনিবাসের সংখ্যা বাড়াচ্ছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আদালতের নির্দেশ কোনও বড় শহরে ভবঘুরেদের রাস্তায় ফেলে রাখা যাবে না। তাদের জন্য তৈরী করতে হবে নাইট শেল্টারঊ ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার কয়েকটি রাত্রিনিবাস রয়েছেঊ তবে শীঘ্রই ভবঘুরে ও কাজের জন্য শহরে আগতদের রাতে থাকার সুবিধার্থে কলকাতা পুরসভা আরও বেশ কয়েকটি রাত্রিনিবাস চালু করছে। শনিবার এমনটাই জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

পুরভবনে আজ মেয়র জানান, "কালীঘাটে একটি রাত্রিনিবাস চালু হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি রাত্রিনিবাস ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছেঊ ইতিমধ্যেই পুলিশকে তার তালিকা দেওয়া হয়েছেঊ রাস্তায় ফুটপাতে রাত কাটানো ভবঘুরেরা যাতে সেখানেই থাকে পুলিশ তার ব্যবস্থা করবে"। এর পাশাপাশি মেয়র আরও জানান, রাত্রিনিবাস তৈরির জন্য কিছু সংস্থার থেকে জমিও পাওয়া গেছে। সেখানেও নিবাস তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে, ধাপায় বর্জ্য পৃথকীকরণের কাজের জন্য নিযুক্ত কর্মীদের থাকার সুবিধার্থে ধাপায় এক লক্ষ বর্গফুটের ছাউনি দিয়ে থাকার জায়গা করা হচ্ছে বলে মেয়র এদিন জানান। আপাতত রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভার মিলিয়ে শহরে বর্তমানে মোট ৪৪ টি রাত্রিনিবাস রয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৭ টি রাত্রিনিবাস রয়েছে পুরসভারঊ পুরসভা সূত্রের খবর, ২০১১ সালের জনসমীক্ষা অনুযায়ী শহরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। যদিও এখন সংখ্যা কত, তা স্পষ্ট নয়। অথচ শহরে নাইট শেল্টার রয়েছে মাত্র ৪৪টি। যাতে থাকতে পারে মাত্র পাঁচ হাজার থেকে সামান্য বেশি কিছু মানুষের। অর্থাৎ, নাইট শেল্টার বাড়ানোর প্রয়োজন যে রয়েছে, সেটা পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট। এর মধ্যে কলকাতা পুরসভার নাইট শেল্টারগুলি রয়েছে চেতলা ঘাট, নর্দার্ন পার্ক, গৌরীবাড়ি, গ্যালিফ স্ট্রিট ও রাজা মণীন্দ্র রোডে। বাকি নাইট শেল্টারগুলি তৈরি করেছে সমাজকল্যাণ দফতর। সেগুলি দেখভালের দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে রয়েছে।

দোকানের সাটার ভেঙ্গে দু লক্ষ টাকার গহনা চুরি

বাকুড়া, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাতের অন্ধকারে দোকানের সাটার ভেঙ্গে প্রায় দু লক্ষ টাকার গহনা চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া রাজগ্রামে।। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে। এই ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এলাকার ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

গহনার দোকানের মালিক কাশীনাথ পাল বলেন, রাত ২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ টহলরত ২ জন সিভিক ছয়ের পাতায় দেখুন

সবজি অগ্নিমূল্য-কৃষকরা তো অতলেই

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

দ্রব্যমূল্যের উৎপটাং দামে জেরবার নিম্ন মধ্য উচ্চ সব বিত্তই। শান্তি একপ্রকার অধরাই। বাজারে গেলে খাদ্যদ্রব্যের দাম শুনে দাঁতকপাটি লেগে যাওয়ার মতো অবস্থা। দশ-বারো হাজার টাকা উপার্জন করা মধ্যবিত্ত বাঙালির সংসার ফুটোফাটা কলসি সদৃশ। ওই টাকাতে কীভাবে চলবে সংসারের গাড়ি? একটু মন ঠান্ডা করে ভাবুন তো দশ-বারো হাজার টাকা উপার্জন করে এই চড়া বাজারে আপনি চালাতে পারবেন সংসারের গাড়ি? এমন অনেক মানুষ আছে, যাঁদের উপার্জন সাত-আট হাজার টাকা। এবারে ভাবুন, এই সাত আট হাজারি মানুষটি যখন বাজারে গিয়ে শুনছেন পেঁয়াজ দেড়শ টাকা, আলু কড়ি টাকা, টমেটো ষাট টাকা, শসা চল্লিশ টাকা এবং প্রয়োজনীয় সব সবজি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম আয়ত্তের বাইরে, তখন তিনি হাঁসফাঁস করবেন না তো কী করবেন?

তাড়াতাড়িই দেখবেন খাদ্যদ্রব্যের এই উচ্চদাম এক্কেবারেই মিইয়ে পড়বে। তেমন কোন বিপর্যয় না হলে খুব তাড়াতাড়িই কৃষকের ক্ষেত্রে চাষ করা পটল, আলু, শসা, টমেটো, নানা জাতের কপিসহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য বাজারজাত হবে। কালের নিয়মই বলব। কেননা কোনওকালেই কৃষকের ফসল ঘরে উঠলে , দামের ঘরে এক অদ্ভুত হিমশীতলতা এসে ভিড় করে। এখন পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি দেড়শো টাকা। এই পেঁয়াজ যখন কৃষক ফলাবেন কষ্ট করে, কায়িক শ্রমের বারোটা বাজিয়ে, সেই সময় পাঠক আবগত আছেন পেঁয়াজের দাম দু'টাকা আড়াই টাকার বেশি থাকে না। আমার বাবা কৃষক, নিজে কৃষিকাজে যুক্ত না হলেও অনেক সময় দেখেছি কৃষকবন্ধুরা ফসল তোলেন না ক্ষেত্র থেকে। কারণ যে সকল শ্রমিকগণ কৃষিজমিতে কাজ করেন, তাঁদের শ্রমমূল এবং কৃষি জমিতে অন্যান্যদি খরচ ওঠে না সেই দ্রব্য বিক্রয় করে।

গ্রামীণ সমাজের মানুষ হওয়ার অভিজ্ঞান থেকেই 'ভারতবর্ষ'কে খুব ভালকরে চিনতে শিখেছি। যাঁরা শুধুমাত্র শহুরে রাস্তার আলোক ঝলকানিতে দেশ বোঝান, তাঁরা ভারতবর্ষের আসল রূপ দেখেননি বললে খুব একটা ভুল বলা হবে না। গ্রামের মাঠঘাট, নদীনালা, পশুপাখির ঐক্যতান ব্যতীত দেশের আসল রূপ কখনই ভাস্বর হতে পারে না, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি। গ্রামীণ ভারতের কথা বলতে গেলেই মাঠভরা সবুজের ছয়লাপ ধানজমি, সরষে খেতের হলুদ ফুল বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে

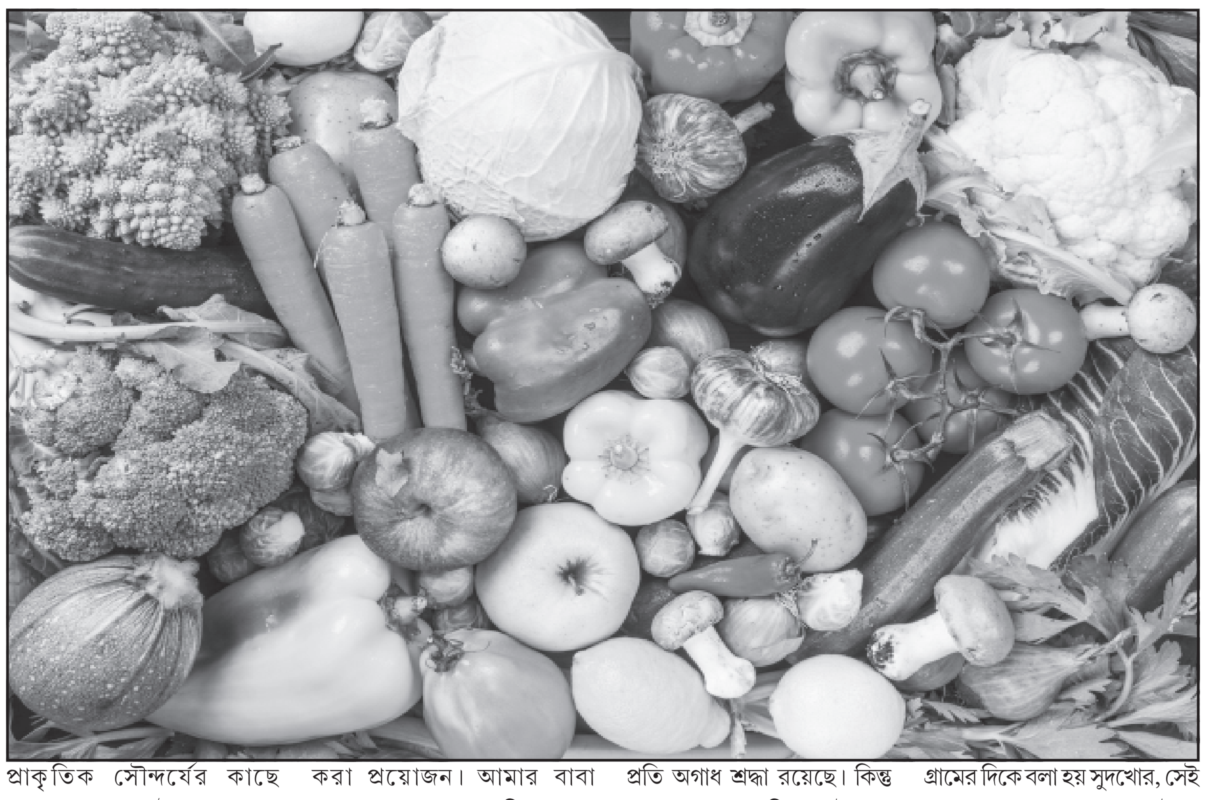

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে নতমস্তক হওয়া, দুই মানুষ সমান পাটখেতের মধ্যে লুকোচুরি খেলবার আস্বাদ, রহিম চচার পান্তাভাত থেকে শুকনো লঙ্কা নিয়ে সোনা বাগাদির পান্ত খাওয়া। একটি দেশের মধ্যে এ যেন আলাদা আরও একটা স্বদেশ, এখানে আলোর ঝলকানি নেই, আছে কৃষক বাবার মাটি মাখা বুকে সন্তানকে জড়িয়ে ধরার ঈশ্বরিক প্রশান্তি।

গ্রামীণ সমাজের এই প্রশান্তময় চিত্ররূপের আদলগত কিছুটা বদললক্ষ্য করা যাচ্ছে। নব্য প্রজন্ম যাঁরা কৃষক বাবার প্রতিনিধি হিসেবে উত্তরাধিকার বহন করার তাগিদে হালের বলদ নিয়ে ছুটবেন মাঠে, সেই নতুন প্রজন্মের যুবকদেরমধ্যে কিন্তু পিতার পেশায় আসবার কোনওরকম কৌতুলহ দেখা যাচ্ছে না। কৃষক পরিবারের নব যুবকগণ কোনও স্বাধীন ব্যবসা, চাকরি সরকারি কিম্বা বেসরকারি যাই হোক, আবার এগুলো সম্ভব না হলে, সেলাই বা অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিচ্ছেন। এই অবস্থার নেপথ্যের কারণে গভীর তলিয়ে যাওয়ার পূর্বে বিষয়খানি ঋজু করে পরিবেশ না করা প্রয়োজন। আমার বাবা একজন কৃষক, আমি কৃষক পরিবারের সন্তান, এই পরিচয়টা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের, অহংকারের। শিক্ষকতা, চিকিৎসা পেশার মতোই কৃষিকাজ একটি পবিত্রতম পেশা। এই দেশ গঠনে আমার বাবার মতো কোটি কোটি কৃষক বাবা প্রতিমুহূর্তে অবদান রাখছেন। বাবা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দশ বারো বিঘা জমি চাষআবাদ করতেন। কৃষিজমির অঙ্কের দিক দেখলে জমির পরিমাণ অনেকটা দেখালেও আমাদের সংসার সচ্ছল ছিল না কখনই। খাওয়া ও পোশাকের ব্যাপারটা কেনওরকমে মিটলেও পড়াশোনার খরচ চালাতে বাবাকে হোঁচট খেতে হত।

ছোটবেলা থেকেই খুব কাছ থেকে কৃষকদের দুঃখ অভাব দেখতে দেখতে বড় হয়েছি।

ভিতরে ভিতরে কেমন একটা অনুভব তৈরি হয়েছিল, কৃষক বাবার সন্তান হলেও চাষা হব না। আমার মাও কখনও চাননি তাঁর সন্তানরা কৃষক হয়ে তাঁর ও বাবার মতো কষ্ট পাক। বলে রাখা দরকার, কৃষক হতে না চাইলেও এই পেশা এবং পেশার মানুষদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে। কিন্তু শ্রদ্ধা সম্ভ্রম এসব দিয়ে পেট চলে না। আমরা দুই ভাই, কেউই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত নই আজ। দাদা স্বাধীন ব্যবসায় এবং আমি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বরণ করেছি।

বিশ্বাস করুন, কৃষক সমাজ ভালো নেই আজ। কোওরকম উদরপূর্তিটুকুই হয়। একটা মাতাত্মক রোগে পড়লে হাটে মাঠে চাঁদাই ভরাসা। অথচ অনেক জমির মালিক হয়ত তিনি। জমি জায়গা নিয়ে বরবেনটা কী? ভাতে দিয়ে খাবেন? সারা বছর উদায়স্ত পরিশ্রম করে ফসল ফলান কৃষক, কতটুকু দাম পান তাঁরা? এই যে পেঁয়াজেরদাম এখন আকাশচুম্বী, কৃষকের পেঁয়াজ যখন ওঠে ঘরে তখন কত টাকা দাম থাকে, সেটা সকলেই জানেন—দু'টাকা, আড়াই টাকা। বিঘা বিঘা চাষ করেন, অথচ দাম পান না। অনেক কৃষককে দেখেছি, উপড়ান না। গরিবগুর্বোরা বস্তা বস্তা নিয়ে যান। আলু সাধারণত সারা বছরই আমাদের চড়া দামে কিনে খেতে হয়, অথচ যখনই কৃষকের আলু ওঠে তখন আশহকাজনকভাবে দাম কমে যায় আলুর। অনেক কৃষককে মহাজন, গ্রামের দিকে বলা হয় সুদখোর, সেই সুদখোরদের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে আলু চাষ করেন। কেন যে করেন? এই বিষয়টা মাথায় আসা কঠিন—আশায় মরে চাষা কথাটি মিথ্যা নয় একেবারেই।

আরও একটি চাষের কথা বলতে হয়, পাট চাষ। একটা সময় পাট ছিল গ্রামীণ কৃষক সমাজের প্রধানতম অর্থকারী ফসল। এককালীন একটা ভালো টাকা পেতেন কৃষকগণ। তবে সেসব এখন অতীত। কৃষক বাবার সন্তান তো, আসুন পাট চাষের লাভের হিসাব দিই। এক বিঘা পাট কাটতে শ্রমিকরা নেয় ছয় হাজার টাকা, পাট ধুতে দুই হাজার টাকার মতো খরচ হয়। এই এক বিঘা জমির পাট বিক্রি করলে যদি খুল ভালো পাট হয়, তাহলে দশ হাজার টাকার মতো কৃষক হাতে পেতে পারেন। পাট খারাপ হলে অনেকেই পাট কাটেন না। তিনি জানেন লাভ তো হবে না, বরং গাঁটের কড়ি যাবে কতগুলো। ধান চাষের গল্পটাও এক। নিজে কাটা, সিদ্ধ করে ভাঙাতে পারলে অল্প কিছু লভ্যাংশ থাকে। এই কম লভ্যাংশের জন্য সরিষা, মুসুর, ধনিয়া, তিল প্রভৃতি একাধিক কৃষিক দ্রব্যের চাষ প্রায় আর দেখাই যায় না।

আমাদের দেশের কৃষকরা কোনওকালেই ভালো ছিলেন না। আত্মহনন, অভাব, অশান্তি কৃষক নামটির পাশে লেপ্টে ছিল চিরকাল। কৃষিক ফসলের দাম কোনওকালেই আশানুরূপ ছিল না, কৃষিক ফসলের দাম না থাকলেও ক্রেতাকে উচ্চহারেই কিনতে হয়। মাঝখানের মধ্যস্বত্বভোগীগণই লাভের সবটুকু গুড়। উৎপাদিত ফসলেরদাম না থাকায়, কৃষক পরিবারের অর্থভাণ্ডার সমবসময় অর্থপূর্ণ হয়েই থাকে। অথচ অন্যান্য দ্রব্যাদির দাম আকাশছোঁয়া, মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। ফলে কৃষক পরিবারে হেঁচকি টান লেগেই থাকে সারা বছর। নবপ্রজন্মের চাষবাসীমুখী না হওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। তাঁরা সরাসরিই বলছেন, হবেটা কী চাষ করে?। সারা বছর তো হাঁড়িতে বিরাজ করবেন মা ভবানী।

মিথ্যা নয়, তাঁদের এই আফেপ। দূর থেকে তাঁদের এই আপেক্ষ অনুধান করাও বোধহয় কঠিন। যাঁরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, কৃষক পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাই একমাত্র বুঝবেন কৃষকদের যন্ত্রণা। আসলে সব কিছু এই দামের বাজারে কৃষকের ফসলই একমাত্র কমদানি। নবপ্রজন্ম তাই কৃষিকাজে আগ্রহ হারালে তাঁদেরদোষ দেওয়া খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়। অবস্থার উন্নতি না হলে আগামী দিন কৃষিসংকটের মুখে পড়তে হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিশ্বব্যাপী এক ব্যাধি ধর্ষণ

পবিত্র রায়

অন্ধ্র প্রদেশের পশু চিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে ধর্ষণ করে খুন করার পর পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়ার রেশ কাটাতে না কাটতেই বিহারে আরও এক মহিলাকে জনশূন্য স্থানে ধর্ষণ করে খুন ও তৎসহ আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। আগে শুধুই ধর্ষণ শোনা যেত, এখন ধর্ষণের সঙ্গে খুন করাটাও নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিল্লিতে নির্ভয়াকাণ্ড তথা জ্যোতি সিংয়ের ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটনানো হয়েছিল। কাশ্মীরের আসিফাও ব্যতিক্রমী ছিল না। খুব সম্ভবত ধর্ষক বা গণধর্ষণকারীগণ প্রমাণ লোপাটের জন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দেহকে ভস্মীভূত করা শুরু করেছে। আমাদের দেশেই কি শুধু ধর্ষণ হয়? না, ধর্ষণ সারা পৃথিবীতেই ঘটে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণতির তোয়াক্কা না করেই। এবার বিভিন্ন আঙ্গিকে ধর্ষণকে ক্ষেত্র হিসেবে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্ব নিয়ে একবার আলোচনা করা যেতে পারে।

এ ববছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পোপ ফ্রান্সিস এক মন্তব্য করে আলোড়ন ফেলে দেন। কেরলের মূলাক্কালের সন্ন্যাসিনী ধর্ষণের বিষয়টি সামনে আসে ২০১৮ সালে। পোপ ফ্রান্সির এই মূলাক্কালের ঘটানা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হলেন, 'সন্ন্যাসিনী ধর্ষণে জড়িত বিশপরা'। প্রসঙ্গত কেরলের ওই সন্নাসিনীকে ২০১৪ থেকে ০১৬ সাল পর্যন্ত মোট তেরো বার ধর্ষণ করা হয়। উন্নত বিশ্বের প্রতিভূ আমেরিকার অন্দরে একবার চোখ বোলানো যেতে পারে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সংবাদ সংস্থার পাঠানো একটি খবরে জানা যায়, আমেরিকার অলিম্পিক দলের প্রাক্তন চিকিৎসক ল্যারি নাসেরের যৌন হয়রানির শিকার প্রায় ১৬০ জন। এইসব ভূক্তভোগীদের পূর্ণ জবানবন্দি নেওয়ার পর এক মার্কিন আদলত ১৭৫ বছরের সাজা ঘোষণা করে ল্যারি নাসেরের বিরুদ্ধে। এর আগে শিশু পর্ণোগ্রাফি রাখার অভিযোগে তাঁকে ৬০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আরও একটা খবর জানা গেল মিস ইউএসএ অলিভিয়া জর্ডন কিশোরী বয়সেই ধর্ষিতা হয়েছিলেন।

এবার পূর্ব এশিয়ার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যেতে পারে। বিগত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বেজিং থেকে পাওয়া এক খবরে জানা যায়, চিনের এক বৌদ্ধ ধর্মগুরুকে বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযোগ ছিল মাঠে নিযুক্ত সন্ন্যাসিনীদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হত। চিনের শীর্ষ এই বৌদ্ধ ধর্মগুরুর নাম জুয়েচেং। রাজধানী বেজিং শহরের লাংকুয়ান প্যাগোডার সর্বোচ্চ মঠাধ্যক্ষ ছিলেন এই ধর্মগুরু। সেই সঙ্গে ছিলেন চিনের সরকার অনুগত ন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান কর্মকর্তা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানা লাংকুয়ান মঠেরই দুই পুরুষকর্মী জিয়ানজিয়া ও জিয়াংকি। তাঁদের অভিযোগ মোট ছ'জন সন্ন্যাসিনীকে জুয়েচেং বলাৎকার করেছে। উত্তর কোরিয়ার মহিলারা চিনে যৌন দাসত্বের শিকার হচ্ছে বলেবেজিংয়ের খবরে জানা যায় এ বছরের মে মাসে। প্রতি বছর উত্তর কোরীয় মহিলাদের নিয়ে দু'কোটি ডলারের যৌন বাণিজ্য হয়ে থাকে। লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'কোরিয়া ফিউচার ইনিশিয়েটিভ' এই রিপোর্টটি দিয়েছে। এবার উন্নত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে একটু চোখ বোলানো যেতে পারে। ধর্ষণের বিষয়ে প্রথম স্থানটি দখল করে রেখেছে পৃথিবীর স্বঘোষিত মাতব্বর তথা মানবাধিকারের স্বঘোষিত প্রতিভূ আমেরিকা। পরিসংখ্যান হিসেবে দেখা যায় এই দেশে প্রতি বছর ২.১৬ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়। এই দেশে ধর্ষিতা নারীর পরিমাণ ১৯ শতাংশ ও পুরুষের পরিমাণ ৯ শতাংশ। নারীদের মধ্যে প্রতি ৬ জনে ১ জন ধর্ষিতা, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে দেশটিতে মাত্র ১৪ বছর বয়স থেকেই ধর্ষণের মানসিকতা তৈরি হয়ে যায়। ভারতে দেখা যায় ২০১২ সালে মোট ধর্ষণ হয় ২৪,৯২৩টি। এনআরসির'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৬ সালে ভারতে ৩৮,৮৪৭ জন মহিলা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতি ২২ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। ধর্ষণের তালিকায় দেশটি চতুর্থ স্থান দখল করে আছে। ব্রিটেনে বছরে চার লাখ মানুষ ধর্ষণের শিকার হন। ১৬-৫৯ বছর বয়সী মহিলাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজন ধর্ষণের শিকার। জার্মানির মতো দেশে প্রতি বছরে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের মতো ঘটনা নথিভুক্ত হয়। এ পর্যন্ত ধর্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সবচাইতে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে জার্মানিতে। ফ্রান্সে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ধর্ষণের অভিযোগ মান্য করা হত না। প্রতিবছর গড়ে এই দেশে ৭৫,০০০ নারী ধর্ষণের শিকার হয়। এই দেশে প্রতি ১৭ জন মহিলার মধ্যে ১ জন ধর্ষণের শিকার। শ্রীলঙ্কায় সমস্ত অপরাধের মধ্যে ১৪.৫ শতাংশ ধর্ষণ সংক্রান্ত। এই ধর্ষণকারীদের মধ্যে ৬৫.৮ শতাংশ এর কোনও অনুশোচনা নেই। ইথিওপিয়ায় ৬০ শতাংশ নারীই ধর্ষিতা। সুইডেনে ৫৮ শতাংশ অপরাধ ধর্ষণ সংক্রান্ত। দক্ষিণ আফ্রিকাকে বলা হয় 'রেপ ক্যাপিটাল অব ওয়ার্ল্ড'। কানাডায় প্রতি ১৭ জন নারীর মধ্যে একজন ধর্ষিতা। পাকিস্তানের প্রতি বছর গড়ে ৭০০ নারী ধর্ষিতা হয়। হাফিংটন পোস্ট-এর খবর অনুযায়ী, কানাডাতে প্রতি বছর ৪,৬০,০০০ মানুষ ধর্ষণের শিকার হয়, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ ধর্ষণের শিকার হয় আপন পরিবেশে।

শিশু ধর্ষণ দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে ২০১৮ সালে ২২৭টি শিশু ধর্ষণের পর নিহত হয়েছে। ওই একই বছরে ধর্ষণের শিকার হয় ৩৫৬টি শিশু, আর মোট ধর্ষণ হয় ১২৫১টি। পাঁচ বছরে বাংলাদেশে ধর্ষণের শিকার ২৩২২টি। শিশু পাকিস্তানে প্রতিদিন গড়ে ১১টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সংস্থা 'সলিডারিটি হেল্পিং হ্যান্ড'- এর ২০০৯ সালের সমীক্ষায় বলা হয়, প্রতি তিন মিনিটে সে দেশে একটি শুশিকে ধর্ষণ করা হয়। প্রতি ৪ জন পুরুষের ১ জন কোনও না কোনও সময়ে কাউকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছেন। ২০০০ সালে ওই দেশে ৬৭,০০০ শিশুকে ধর্ষণ করা হয়। এ বছরের নভেম্বর মাসে এক খবরে জানা যায় ৬৮ বছর বয়সী ডাঃ জোয়েললে স্কোয়ারনেক বিভিন্ন সময়ে ২৫০ জন শিশুকে যৌন নির্যাতন করেছেন। ২০১২ সালের হিসেবে অস্ট্রেলিয়াতে ৫০,০০০ জন ধর্ষিতা হয়েছিলেন বলে রিপোর্ট ছিল। সবচাইতে অবাক করার বিষয় হল ধর্ষণে প্রথম দশটি দেশের মধ্যে নেই কোনও ইসলামি দেশ। অথচ সে সব দেশে কাজ করতে যাওয়া মেয়েদের কাছে শুনতে পাওয়া যায় যে সেখানে শুধু কাজ নয়, উন্মুক্তভাবে শরীর প্রদান করতে হয় মনিবের কাছে। ধর্ষণ সংক্রান্ত প্রমাণের নিমিত্ত সাক্ষ্য সরবরাহ করার অক্ষমতার জন্যই হয়ত অভিযোগকারিনী অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকে। প্রসঙ্গত ওই দেশে কোনও মহিলা ধর্ষণের অভিযোগ করলে প্রমাণের দায়িত্বটাও তাকেই বহন করতে হয়। যে দেশের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় প্রথা হজ করতে গিয়েও মহিলাদেরনিষ্কৃতি মেলে না, সেই দেশে ধর্ষণ সংক্রান্ত ঘটনা বিরল, একথা মান্য করা একপ্রকার অসম্ভব।

এতক্ষণ বিভিন্ন জাতি, ধর্মীয় মতবাদধারীদের ধর্ষণের বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিসংখ্যান দেওয়া হল। এক হিসেবে ধর্ষণ কোনও ধর্মীয় বাধা মানে না, এটা স্পষ্ট দেখা যায়। প্রশ্ন হল, ধর্ষণের সংজ্ঞা কী ? সর্বসম্মতিক্রমে সংজ্ঞা হিসেবে আমরা যেটা পাই, সেটায় বলা হচ্ছে ধর্ষণ বলতে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনও ব্যক্তিরঅনুমতি ছাড়া তার সঙ্গে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হওয়াকে অথবা অন্য কোনও উপায়ে তার দেহে যৌন অনুপ্রবেশ ঘটানোকে বোঝায়। তবে এ সম্পর্কে মতভেদ বর্তমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ষণের সংজ্ঞাও পাল্টেছে। ২০১২ সালের পূর্ব পর্যন্ত এফবিআই ধর্ষণকে কেবলমাত্র নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষদের একটি অপরাধ ভাবত। বর্তমান সংজ্ঞানুসারে নারী বা পুরুষ উভয়েই ধর্ষক হতে পারে। ধর্ষণের অনেকরকম ভাগ আছে, যার মধ্যে প্রধান হল গণধর্ষণ, বৈবাহিক ধর্ষণষ শিশু ধর্ষণ, কারাগারে ধর্ষণ ইত্যাদি। কারণ হিসেবে বলা হয়, নগ্নতা, অতৃপ্ত যৌনতা, বেহায়াপনা, অবাধ যৌনাচার, নগ্ন পোস্টার, যৌন উত্তেজক বই, অশ্লীল পত্রপত্রিকা, অশ্লীল সিনেমা, ব্লু ফিল্ম ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, ধর্মগুরুরাই ধর্মের ছত্রছায়ায় থেকে ইচ্ছেমতো যৌন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। হাতেনাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত কোনওরকম প্রতিবাদ করার সাহস কেউ দেখাতে পারছে না। রাষ্ট্রসংঘের ছাতার তলায় সেবাকার্য চালাতে গিয়ে যৌনাচার করছে উচ্চশিক্ষিত কিছু মানুষ। ব্রিটেনের দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানে এইমতো গর্হিত কাজে জড়িত জনপ্রতিনিধিদের একাংশ। অর্থাৎ ধর্মকামী মানুষের ক্ষেত্রে শিক্ষা বা ধর্ম কিছুই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। দারিদ্র্য বা স্বচ্ছলতাও এর প্রতিবন্ধক হয় না। তাহলে ধর্ষণ কি মানব সভ্যতার সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই জড়িত? আমাদের এই একুশ শতকেও কি একমতো ধর্ষণ আমাদের এই একুশ শতকেও কি একমতো ধর্ষণ আমাদের সমাজকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে না? মনে রাখা দরকার, যতটুকু পরিসংখ্যান দেকানো হল, সেটা হিমশেলের চূড়ামাত্র। পৃথিবীতে যত ধর্ষণ ঘটে তার খুব সামান্য অংশ নথিভুক্ত হয় এবং সেটাই আমরা দেখতে পাই। বহু ঘটনা আছে। যেটা লজ্জা এবং সামাজিক সম্মান নষ্ট হওয়ার ভয়ে অভিযোগ হিসেবে নথিভুক্ত করানো হয় না। ধর্ষণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করার আগে আরও একবার উপযুক্ত মনস্তত্ত্ববিদ দ্বারা এর পর্যালোচনা করা দরকার। এইমতো ধর্ষণ বা গণধর্ষণকে কি শুধুমাত্র সামাজিক ব্যাধি বললেই সব শেষ হয়ে যায়? এটা শুধুমাত্র সামাজিক ব্যাধি নয়, সোজাসাপটা কথায় এটা হল দুর্বলের প্রতি স্রেফ এক যৌন আক্রমণ। এইমতো যৌন আক্রমণ থেকে মানব সমাজের মুক্তি কোথায়?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

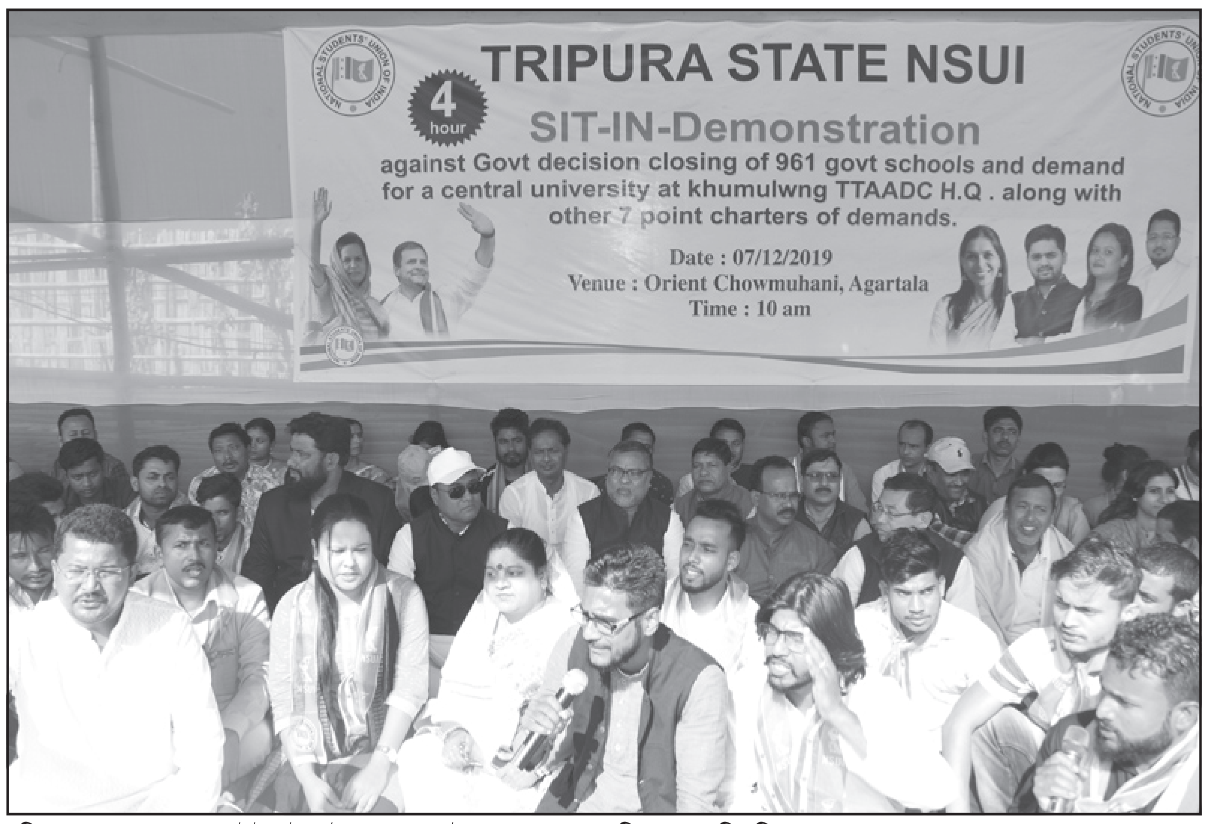

শনিবার আগরতলায় এনএসইউআই'র উদ্যোগে ৪ ঘন্টার গণ অবস্থান পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

জেলাশাসক পরিদর্শন কালে অনুভব করলেন আদিবাসী ছাত্রদের ভাষা সমস্যা

সিউড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : 'জাতীয় পরিদর্শন দিবসে' জেলশাসকের পরিদর্শনে পাঠশালাই হয়ে উঠল আদিবাসী শিশুদের পঠন-পাঠনে গভীর সমস্যার আয়না। সমস্যা ভাষার!

খুদে শিশুরা যা বলে শিক্ষকরা সবটা বোঝেনা আবার শিক্ষকদের সব কথা শিশুরা বুঝতে পারে না। তাই পরিস্থিতির সামাল দিতে ওই পাঠশালার শিক্ষকরাই আজ ছাত্র। উঁচু ক্লাসের পড়ুয়াদের কাছ থেকে শেখা আদিবাসী ভাষাই নীচু ক্লাসের পড়ুয়াদের সাথে ভাব বিনিময়ে একমাত্র উপায় হয়ে উঠেছে। জেলশাসকের সারপ্রাইজ ভিজিটে যাওয়ার পর এই গভীর সমস্যা ধরা পড়েছে কচি-কাঁচাদের অভিব্যক্তিতে।

স্থান - উদযন পাঠশালা। সিউড়ি পশ্চিম চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৭২ জন পড়ুয়া। সবাই আদিবাসী। নেই একজনও আদিবাসী শিক্ষক!

অনাথ টুডু, ফুলমনি বেসরার মত অনেকেই আছে যাদের কাছে ''বই খোলো'' শব্দ টা জীবনে প্রথম শোনা। কারন ওরা সকলেই প্রি প্রাইমারীর আদিবাসী ছাত্র। ওরা বাংলায় কথাও বলতে জানে না। শোনেওনি। কারন জন্মাবার পর থেকেই মায়ের মুখে শুনে আসছে আদিবাসী ভাষা। ফলে স্কুলে এসে মাস্টার মশাই এর কথা শুনে ওরা ভ্যাল ভ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

এমনই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন খোদ জেলা শাসক। শনিবার বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রাম আমডোল আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আচমকা পরিদর্শনে যান খোদ জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু। তিনি প্রথমেই ঢোকেন নমস্কার প্রি প্রাইমারীর ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের বই দেখিয়ে বলেন, 'সবাই বই খোল।'কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা সকলেই তখন এর ওর মুখ চাওয়া চায়ী করছে। অবস্থা সামাল দিতে তখন শিক্ষক মৃনাল অধিকারী হঠাৎ বলে উঠলেন, 'পাঁথি অডাক মে' বাংলায় যার অর্থ ''বই খোল''।তখন সম্বিত ফিরল সকলের। তড়িঘড়ি সকলে বই খুলে ডি এম কে দেখাতে শুরু করলেন। তখন জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে স্কুলের মাস্টার মশাই বললেন, 'ম্যাডাম এটাই সব চেয়ে সমস্যা। আমাদের স্কুলের ১০০ শতাংশ আদিবাসী ছাত্র ছাত্রী পডাশুনা করে কিন্ত একজনও আদিবাসী টিচার নেই তাই ওদের ভাষা বুঝতে যেমন আমাদের সমস্যা হয়, তেমন আমরা ও বোঝাতে পারি না।'

বীরভূমের নগুরী পঞ্চায়েতের অধীন আদিবাসী অধ্যুষিত আমগাছি গ্রামের ''উদযন পাঠশালার'' সারপ্রাইজ ভিজিট এ গিয়ে জেলাশাসক চাক্ষুষ করলেন মূল সমস্যা কোথায়।

মোট ৭০ জন ছাত্রছাত্রী এই স্কুলে আসে। দু জন মোটে শিক্ষক। ছাত্র ছাত্রীদের সবার অবিভাবক ক্ষেতমজুর, ইট ভাটার শ্রমিক। তাই জন্ম থেকেই সবাই আদিবাসী ভাষায় কথা শেখে। স্কুলে এসে বাংলা শিখতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পরে সব পক্ষই। প্রধান শিক্ষক দেবদাস সাহা বলেন, 'আমরাই ক্লাস থ্রি, ফোর এর ছাত্র ছাত্রীদের কাছে প্রাথমিক আদিবাসী ভাষা শিখছি। যাতে ন্যূনতম কথা বলে প্রি প্রাইমারীর বাচ্চাদের শেখানোর চেষ্টা করি।'

জেলা শাসক স্কুল পরিদর্শন কালে পৌঁছালেন দ্বিতীয় শ্রেনীর ক্লাস ঘরে।একটি ছাত্র কে বললেন, '' খাতায় এ বি সি ডি লেখ।'' ছাত্র টি কিছু ক্ষন চুপ করে চেয়ে আছে মাস্টারের দিকে। ফের মাস্টার মশাই বলে উঠলেন,' অল মে, এ বি সি ডি।' ওরা তৎক্ষণাৎ শুরু করে দিল লিখতে। মূহুর্তে লিখে ফেলল ওরা। যা দেখে বেজায় খুশি জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, জেলা সর্বশিক্ষা প্রকল্প আধিকারিক বাপ্পাদিত্য গোস্বামী সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তারা। কিন্তু ভাষার সমস্যা রয়েই গেছে।

ক্লাস ঘুরে দেখে জেলা শাসক গেলেন মি ডে মিলের রান্না ঘরে। সেখানে কাজ করছেন, বুধনী টুডু, লতিকা হেমব্রম সহ আরও অযেকজন। তাদের কাছে কি রান্না হচ্ছে জিজ্ঞেস করলেন জেলা শাসক। সেখানেও থমকে গেলেন আদিবাসী মায়েরা। কারন ভাষার সমস্যা। চাইলেন কোন নুনে রান্না হয়। উত্তর না দিয়ে থমকে থাকলেন তারা। পাশ থেকে বলে দিতেই আপত সমস্যা মিটল।

তবে ভাষা গত সমস্যা বিষয় টি অনুভব করলেন খোদ জেলা শাসক ও। পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শন চলছে। আমি নিজে স্কুলে এসেছিলাম। ভালোই লাগল। পড়াশুনাও করছে সবাই। তবে সেখানে শিশুদের একটা ভাষা সমস্যা হচ্ছে। অনেক স্কুলেই ২০১৮ থেকে অলচিকি মাধ্যমে পড়ানো হচ্ছে। এই পরিদর্শন পর্বে এই জাতীয় ভাষা গত সমস্যা যে সব স্কুলে রয়েছে তার তালিকা করে শিক্ষক দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাই যে সব জায়গায় এই সমস্যা আছে তার তালিকা পেলে আমরা ধাপে ধাপে অলচিকি মাধ্যমে উত্তোরণের ব্যবস্থা করব।" ।

ধর্ষণ নয়, শ্বাসরোধ করে খুন, মালদহ কাণ্ডে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে পুলিশকে তুলোধোনা লকেটের

মালদহ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদে গণধর্ষণ ও নৃশংস খুনের ঘটনার পর থেকে যখন গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড়ে উত্তাল, তখন এরাজ্যেও অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় উত্তাল মালদহ। ঘটনার ৪৮ ঘন্টা পরও অজানা মৃতার পরিচয়। আদৌ কি পুলিশের তরফে খোঁজ করা হয়েছে তরুণীর পরিবারের, নাকি অশান্তি এড়াতেই পুলিশের তরফে গোপন করা হচ্ছে আসল ঘটনা? শনিবার মালদহে গিয়ে এমনই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবিও জানান তিনি। এদিকে ধর্ষণ নয়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল মালদহের মাঠ থেকে পোড়া অবস্থায় উদ্ধার হওয়া তরুণীকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ্যে এসেছে এমনই তথ্য। বৃহস্পতিবার সকালে মালদহের কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দারা ধানতলার এক ফাঁকা মাঠে তরুণীর পোড়া দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। প্রথমে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে। এরপর পৌঁছয় মহিলা থানার পুলিশ ও ডিএসপি প্রশান্ত দেবনাথ। ঘটনাস্থলে যান পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া। তাঁর উপস্থিতিতেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। ডিএসপি জানান, "বৃহস্পতিবার সকালেই নারকীয় এই ঘটনা ঘটেছে। তরুণীর ঊর্ধাঙ্গ পুড়ে গিয়েছে। যৌনাঙ্গে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে গণধর্ষণের শিকার ওই তরুণী। ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাটের জন্য কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাঁকে।" ডিএসপির এহেন মন্তব্যের কিছুক্ষণের ব্যবধানেই পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানান, গোটা ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ। গণধর্ষণই হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। শুক্রবার ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর কার্যত পুলিশ সুপারের মন্তব্যেই শিলমোহর পড়ে। জানা যায় যে, ধর্ষণ নয় শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছিল ওই তরুণীকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও কেন ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে গেল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয়রা। ৪৮ ঘন্টা পরও কেন অধরা অভিযুক্তরা? কেন জানা গেল না তরুণীর পরিচয়? এহেন একাধিক প্রশ্ন তুলতে শুরু করে বিভিন্ন মহল। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকালে মালদহে গিয়ে তরুণী হত্যার ঘটনার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ পরিকল্পনা মাফিক ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। জোর করে চুপ করিয়ে রাখা হচ্ছে মৃতার পরিবারের সদস্যদের। অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সত্ত্বেও এরাজ্যে মহিলারা সুরক্ষিত নন। মালদহে পৌঁছে যে জায়গা থেকে তরুণীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল শনিবার সকালে সেখানে যান লকেট চট্টোপাধ্যায়। কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। এরপর অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে মিছিলেও পা মেলান নেত্রী। দলের কর্মীদের নিয়ে দেখা করেন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে

খুনের মামলার অভিযুক্ত যুবককে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

কৃষ্ণনগর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় নদীয়ার চাকদহে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। বাড়ির কাছে কুপিয়ে খুন করা হয় ওই যুবককে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, একটি খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিল মৃত যুবককে। মৃত বছর কুড়ির সৌরভ রায় নদিয়ার চাকদহের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, কর্মসূত্রে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরেই থাকত ওই যুবক। শুক্রবার রাতে সে এলাকার একটি চায়ের দোকানে ছিল। কয়েকজন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পেরে চায়ের দোকান থেকে পালিয়ে একটি স্থানীয় একটি স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করে সৌরভ। কিন্তু অভিযুক্তরা তাকে ধরে ফেলে। বাড়ির মাত্র ৫০ ফুট দূরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় সৌরভকে। এরপর ওই যুবককে লক্ষ্য করে চার থেকে পাঁচটি বোমাও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবক রাস্তায় লুটিয়ে পড়তেই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। শনিবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মাস ছয়েক আগে একটি খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মৃত সৌরভের। গ্রেফতারও করা হয়েছিল তাকে। কিছুদিন আগেই সে জামিনে মুক্ত হয়। এখানে প্রশ্ন উঠেছে, সেই খুনের প্রতিশোধ নিতেই কি নৃশংসভাবে হত্যা করা হল সৌরভকে? নাকি অন্য কোনও শত্রুতার জেরেই এই খুনের ঘটনা? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উন্নাও কান্ডের বিক্ষোভে এক মহিলা মেয়েকে জীবিত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ক্ষোভে উত্তাল। শনিবার সফদারজং হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করার সময় এক মহিলা তার ছয় বছরের এক বালিকাকে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক দেখা দেয়। মহিলাটি তার ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন। হঠাৎ সে তার বাচ্চা মেয়ের উপর পেট্রল ছিটিয়ে দেয়। তিনি আগুন দিতে যাচ্ছিলেন, তখনই পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে শিশুটিকে নিরাপদে উদ্ধার করে। পুলিশ ওই মহিলাকে আটক করেছে। এই মহিলা পুলিশকে বলেন, মেয়েটি যদি বড় হয়ে কোনও পিশাচের হাতে পড়ার চেয়ে তাকে আগুনের হাতে তুলে দেওয়া ভাল। যাতে এই দিনটি তাকে বড় হয়ে দেখতে না হয়। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার উন্নাওয়ের ওই নিগৃহীতা যখন আদালতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়েই তাঁর উপর হামলা করে ৫ দুষ্কৃতী, যাঁদের মধ্যে ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাঁকে। ৯০ শতাংশ পুড়ে যান ওই ধর্ষিতা, আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শুক্রবার রাতে ওই হাসপাতালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

উন্নাওয়ে মৃত নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাওয়ের মৃত নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ-বিক্ষোভের মধ্যে শনিবার উন্নাওয়ে যান তিনি। এই ঘটনার পর যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে সমালোচনার তিরে বিদ্ধ করেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরা এবং বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী সহ অন্যান্য বিরোধী নেতারা। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শনিবারই উন্নাওতে গিয়ে মৃত তরুণীর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মনে করেন, 'এই রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই'। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলছেন যে, রাজ্যে অপরাধীদের কোনও স্থান নেই, তবে তিনি কেন স্বীকার করছেন না যে তিনিই এই রাজ্যকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছেন, আমি মনে করি এখানে নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই।' উন্নাওয়ের বাসিন্দা ২৩ বছরের এক তরুণীর ধর্ষণের পর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় তিনি উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগ দাবি করেন।

উন্নাওয়ের ধর্ষিতার গ্রামে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের দুই মন্ত্রী

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাওয়ের ধর্ষিতার গ্রামে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের দুই মন্ত্রী। শনিবার তাঁরা মৃত নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে এসে এলাকার মানুষের রোষের মুখে পড়েন। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত ১১ টা ৪০ নাগাদ দিল্লির হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ২৩ বছরের ওই তরুণীর। উন্নাওয়ের ওই ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভ বেড়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর মন্ত্রিসভার দু''জন মন্ত্রী কমল রানি বরুণ এবং স্বামী প্রসাদ মৌর্যকে নির্দেশ দেন রাজ্যের রাজধানী লখনউ থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরে উন্নাওয়ের গ্রামে গিয়ে নিগৃহীতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এর আগে শনিবারই এক বিবৃতিতে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, 'ওই মহিলার মৃত্যুর খবর শুনে অত্যন্ত মর্মাহত'। 'এই মামলাটির দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে শুনানি করা হবে এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে', জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি উন্নাওয়ের ধর্ষিতার পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেন। জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার উন্নাওয়ের ওই নিগৃহীতা যখন আদালতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়েই তাঁর উপর হামলা করে ৫ দুষ্কৃতী, যাঁদের মধ্যে ধর্ষণে অভিযুক্ত ২ ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাঁকে। ৯০ শতাংশ পুড়ে যান ওই ধর্ষিতা, আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শুক্রবার রাতে ওই হাসপাতালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট বীরভূম জেলাশাসকের

সিউড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান খতিয়ে দেখতে সারপ্রাইজ ভিজিট বীরভূম জেলাশাসকের। জেলায় যে সমস্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি রয়েছে তাদের পড়াশোনার মান কতটা উন্নত, সরকারিভাবে প্রদান করা মিড ডে মিলের খাবারের গুণগত মান কেমন, পোশাক আশাক, ব্যাগ কেমন? এসব হাতেনাতে খতিয়ে দেখতে স্বশরীরে বিদ্যালয়ে সারপ্রাইজ ভিজিট খোদ বীরভূম জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসুর। শুধু ভিজিটই নয়, ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে খতিয়ে দেখলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা, পড়ালেনও। শনিবার বীরভূম জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু এমন সারপ্রাইজ ভিজিটতে যান নগরী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমগাছি উদয়ন পাঠশালায়। হঠাৎ এই পরিদর্শনে সেখানে পড়ুয়াদের পোশাক-আশাকে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে, দেখা যায় কয়েকজন পড়ুয়া বাদে অনেকেই সরকারিভাবে পাওয়া স্কুল জুতো পরে আসেনি। তিনি এ বিষয়ে স্কুলের শিক্ষকদের সচেতন হওয়ার উপদেশ দেন। বেশকিছু পড়ুয়ার স্কুল ব্যাগ নিয়ে সমস্যার কথাও তিনি মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং আশ্বাস দেন আগামী দিনে যে সমস্ত পড়ুয়াদের স্কুল ব্যাগ নেই তাদের স্কুল ব্যাগ দেওয়ার। পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু জানান, 'স্কুলের মিড ডে মিলের মান যাচাই করতে এমন ইনস্পেকশন নিয়মিত চলে। তবে আজ আমরা জোড় দিয়েছি পঠন-পাঠনের বিষয়টিকে। আর আজ স্কুল পরিদর্শন দিবস হিসাবে আমরা সমস্ত আধিকারিকরা জেলার প্রতিটি স্কুলে একসাথে যাচ্ছি স্কুল পরিদর্শন করতে।' স্কুল পড়ুয়াদের ক্লাসের মধ্যে পড়ার পরীক্ষা নিয়ে তিনি জানান, 'ভালোই দেখলাম, পড়াশোনা বেশ ভালোই চলছে। তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়ারা অঙ্ক বেশ ভালই করতে পারছে।'

শুরু হল মুরারই বাইপাসের কাজ

রামপুরহাট, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) মুরারইবাসীর বাইপাস রাস্তার দাবি অনেকদিনের। এবার সেই বাইপাসের কাজ শুরু হল শনিবার থেকে। এদিন সকালে বিধায়ক আব্দুর রহমান, বিডিও নিশিথ ভাস্কর পালের উপস্থিতিতে জেসিবি মেশিন দিয়ে রাস্তার মাটি কাটার কাজ শুরু করা হয়। ১৩০ ফুট চওড়া রাস্তার জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল আগেই। এবার সেই রাস্তার কাজ শুরু করায় খুশি মুরারইয়ের মানুষ। সেই সঙ্গে আন্ডারপাস করার জন্য রেলের কাছে আবেদন করা হয়েছে বলে জানান বিডিও নিশিথ ভাস্কর পাল।

মুরারই ১ নম্বর ব্লকের পলসা থেকে রূপরামপুর যাওয়ার পথে কারবালার পশ্চিমে ও বাঁশ লৈ এর কল্যাণ সেতুর কাছে বেশ কিছু জায়গা আছে। ১৯৭৬-৭৭ সালে ভাদিশ্বরের পূর্বে জনতা সিনেমা হলের কাছ থেকে বাঁশলৈর কল্যাণ সেতুর কাছে রুপরামপুর মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬ কিমি রাস্তা অধিগৃহিত হয় মুরারইয়ের যানজট কমানোর জন্য বলে জানান, আশরফ আলি মিঞা। কয়েকদিন আগে মুরারই-১ ব্লক সভাপতি বিনয় ঘোষও বলেন, বাইপাসের জন্য অধিগৃহীত জায়গার একটা অংশে এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র হবে। তবে বাইপাস হবে কিনা সেদিন তিনি কিছু বলতে পারেন নি।

এই বাইপাস প্রয়োজন ছিল মুরারই বাজারের জ্যাম থেকে রেহাই পেতে। এই বাইপাস হলে মুরারই রেল গেট পেরোতে হবে না। বহু দিন ধরে পরে আছে। অন্য আরো দুটো পথ দিয়েও যানজট কাটানো যাবে, বলে জানান আশরফ মিঞা। আশরাফ মিঞা জানান, যারা বেদখল করেছে, তারা স্বেচ্ছায় উঠে যাবে। যাদের জমি অধিগৃহিত হয়েছে, তারা টাকা নেবেন। সব আলোচনা হয়েছে। জায়গা নিয়ে কোন জটিলতা নেই।

বেহাল দশা সড়কের, প্রতিবাদে অবরোধ নলহাটিতে

রামপুরহাট, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : খানাখন্দে ভরা ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রতিবাদে নলহাটির গোপালপুর গ্রামের কাছে পথ অবরোধ করলেন গ্রামের মানুষ। ঘণ্টাদেড়েক পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায়।

বেশ কিছু দিন থেকেই রানীগঞ্জ — মোড়গ্রাম ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের অবস্থা একেবারেই বেহাল। ফলে রাস্তায় বাড়ছে দুর্ঘটনা। সৃষ্টি হচ্ছে যানজট। বার বার প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় শনিবার সকালে পথ অবরোধ করেন গ্রামের মানুষ। তাদের দাবি রাস্তা সংস্কার করতে হবে। যতদিন রাস্তা সংস্কার না হচ্ছে ততদিন রাস্তায় জল ছিটিয়ে ধুলো ওড়া বন্ধ করতে হবে। গ্রামের বাসিন্দা সাদ্দাক শেখ, সাইনুল শেখরা বলেন, "রাস্তা খারাপের ফলে প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে। কোন কোন সময় ধুলোয় রাস্তা দেখা যায় না। ধুলো উড়ে ঢুকছে বাড়ির ভিতর। খাবার জিনিসেও ধুলোর আস্তরণ পড়ে তা পেটের মধ্যে যাচ্ছে।

নিশ্বাসের মাধ্যমে ধুলো শরীরে ঢুকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করতে হবে।

যতদিন না হচ্ছে ততদিন ধুলো ওড়া বন্ধ করতে রাস্তায় জল ছেটাতে হবে''। পুলিশ জল ছেটানোর আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। জাতীয় সড়কের দায়িত্বে থাকা বিভাগীয় বাস্তুকার নিশিকান্ত সিং বলেন, "ওভারলোড বন্ধ না হলে রাস্তা ঠিক থাকবে না। কোন ঠিকাদার কাজ করতে চাইছে না। কারণ রাস্তা সংস্কার করলে সেই ঠিকাদারকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাস্তার দেখাভাল করতে হয়। কিন্তু ওভারলোড হলে রাস্তা ভেঙে পরবে, সেই ভয়ে কোন ঠিকাদার কাজ করতে চাইছে না"।

হায়দরাবাদ কান্ডে ভিন্ন সুর অনুব্রতর

সাঁইথিয়া, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিদির স্নেহের অনুব্রতর উলট পুরান। হায়দারাবাদের গণধর্ষণ কান্ডে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে মারা নিয়ে, যখন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয় বলে' এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। তখন তার স্নেহের অনুব্রত কিন্তু এনকাউন্টারের পক্ষে জোরদার সাওয়াল করলেন।শনিবার সাঁইথিয়া দলীয় অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হায়দরাবাদ এনকাউন্টার কান্ডের সিদ্ধান্তকে ১০০ শতাংশ সমর্থন করে অনুব্রত বলেন, 'যদি ওরা অন্যায় করে থাকে তা হলে শাস্তিটা ভালো হয়েছে। খুব উপযুক্ত হয়েছে। আমি ১০০ শতাংশ সমর্থন করছি।'

তবে খোদ দলনেত্রী যে এই শাস্তির বিরুদ্ধে বলেছেন? এই প্রশ্ন শুনে অবশ্য পাল্টি মেরেছে অনুব্রত। তিনি তখন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় টা সর্ব ভারতীয় ব্যাপার। উনি দলনেত্রী। উনি যা বলেন সেটা অল ইন্ডিয়ার কথা বলেন। আমি আমার এটা ব্যক্তিগত মত বলছি। ধর্ষণ করেছে খুব অন্যায় করেছে।'

ইন্দোনেশিয়া : বাস দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু

জাকার্তা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভা প্রদেশে একটি বাস ও মোটর সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাসটি নদীতে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন মারা গিয়েছেন এবং ২৪ জন আহত হয়েছেন। পুলিশের জেলা সদর (ট্র্যাফিক) ডি সুগিয়ান্তো বলেন, শিক্ষক ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থী বোঝাই একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাককে বাঁচাতে গেলে অপর একটি মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লেগে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর সকলকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে চিকিৎসকরা জানান, ঘটনাস্থলেই পাঁচজন মারা গেছেন। হাসপাতালের পরিচালক এনডাহ ভোরো জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় আহত ২৪ জনকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হচ্ছে। তবে এই দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শনিবার পতাকা দিবস পালন করে এনসিসি। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম”, ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা ”লাভ আজ কাল ২” ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন ”লাভ আজ কাল”। তারই সিক্যুয়েল ”লাভ আজ কাল ২”। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের ”প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন” কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, ”আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।”জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে ”লাভ আজ কাল ২”-এর।তবে ছবির নাম ”লাভ আজ কাল ২” থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে।কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে ”জব উই মেট” বা ”তামাশা”র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।”ভারত” ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে ”ভারত” ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত ”রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই” ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, ”সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে ”ভারত” ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।”সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান।এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন ! কি করবেন জেনে নিন

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হলে মলত্যাগ করতে সময় লাগে এবং মল শক্ত ও ছোট আকারের হয়। পেটে চাপ বা কোত দিয়ে মলত্যাগ করতে হয় এবং করার পরও অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়।এ ছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, তলপেট ও পিঠে ব্যথা হয় এবং পেটব্যথা, পেটফাঁপা ও বমির উদ্রেক হয়। তবে একটু সতর্ক হলেই এ রোগের কষ্ট দূর করা যায়। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস ও অর্শের সমস্যা হয়ে থাকে।আসুন জেনে নিই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় যা করবেন আর যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন।কোষ্ঠকাঠিন্যে কী করবেন?১. অনেক অসুখের মূলেই আছে ভুল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস। অনেকেই শাকসবজি খান না। আবার অনেকের জল খেতে অনীহা।২. দিনে ৩-৩.৫ লিটার জল পান করুন। শীতের সময় কিছুটা কম হলেও চলে।৩. রোজকার ডায়েটে রাখুন পাঁচ রকমের শাকসবজি। আলু-পেঁয়াজ ছাড়া সময়ের সব রকমের সবজি খেতে হবে। ঢেঁড়স কনস্টিপেশন কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।৪. যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তারা নিয়ম করে দুবেলা ঢেঁড়স খেলে সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।. পালং শাক থাকুক মধ্যাহ্নভোজনে।৬. কুমড়ো, লাউ, পটোলসহ সময়ের সবজি খেতে হবে। খোসাসহ সবজি খাওয়া উচিত।৭. কলা, পেয়ারা, লেবু, আম, জামসহ বেশিরভাগ ফলেই ফাইবার আছে। নিয়ম করে দিনে ৩-৪টি ফল খেলে ভালো হয়।কী করবেন না১. বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে চাপ দেবেন না। এতে সমস্যা বাড়ে।২. নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন ঠিক রাখুন। বাড়তি ওজন পাইলসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।৩. ভারী জিনিস তুলবেন না।৪. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।৫. মদ্যপানে সমস্যা বাড়ে।৬. ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।৭. খাবাবের নামে ঝলসানো মাংস খাবেন না।৮. ময়দার খাবার খেলে সমস্যা বাড়ে। চাউমিন ময়দায় তৈরি হয়। মোমোও তাই। সুতরাং এ ধরনের খাবার বাদ দিন।৯. কেক, বিস্কুট মাত্রা রেখে খান। পরিবর্তে খই, ওটস খেতে পারেন।পাইলস হলে সময় নষ্ট না করে শুরুতেই চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

শ্রাবন্তীর সাথে অবশেষে ঘটে গেল এই ঘটনা, কি সেই ঘটনা ? জানুন

অপহরণ হলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়! কি অবাক হচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অভিনেত্রী অপহরণ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেটা বাস্তবে নয়, সিনেমায়। পৌলমী নামের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।চাকরি সূত্রে একটি গ্রামে গিয়ে থাকছেন পৌলমী। তবে গ্রামে আর্সেনিকবাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়াতে উদ্বিগ্ন সে। বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সচেতন করতে প্রচার শুরু করে পৌলমী। তবে তার এই পদক্ষেপকে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না গ্রামের কিছু রাজনৈতিক নেতা।পৌলমীকে আটকাতে ওঠে পড়ে লাগেন তারা। এক পর্যায়ে পৌলমীকে থামাতে তাকে অপহরণ করা হয়। এমনই একটি গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে পরিচালক ত্রিদিব রমনের ছবি ”উড়ান”। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ”উড়ান”-এর ট্রেলার। যেখানে পৌলমীর ভূমিকায় দেখা গেছে শ্রাবন্তীকে। আর তার প্রেমিক রোহিতের ভূমিকায় সাহেব ভট্টাচার্য। শ্রাবন্তী ও সাহেব ছাড়াও এই ছবিতে বহুরূপীর ভূমিকায় দেখা যাবে সুব্রত দত্তর মতো অভিনেতাকে।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব। তিসির লাড্ড। মুখে দিলেই আহা। হুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিবীজ ফাইবার, ওমেগা ত্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস। তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে?

১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে। খারাপ কোলেস্টেরল কমায়— গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে। হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়। ক্যানসার প্রতিরোধী --- তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ --- তিসিবীজে রয়েছে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী টার্কিশ মধু

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের হাক্কারি প্রদেশের উৎপাদিত মধু জনপ্রিয় মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী। এতদিন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মানুকা মধু বাজারের অন্যসব মধুর চেয়ে বেশি ওষুধিগুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করা হতো। মানুকা নামক এক প্রকার ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল থেকে এ মধু উৎপাদন করাহয়। এ মধুতে এক প্রকার অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বিদ্যমান যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে।

গবেষকরা বলছেন, টার্কিশ মধুতে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা মানুকা মধুর চেয়েও বেশি। তুরস্কের ট্র্যাবজোন শহরে অবস্তিত কারাদেনিজ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি রড় গবেষকরা জানান এ তথ্য। তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত মধুর উপর এ গবেষণা চালানো হয়।গবেষকদের সদস্য সেভগি কোলাহ বলেন, ‘হাক্কারি প্রদেশের ফুল থেকে উৎপাদিত মধু ব্যাটকেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে এবং তা মানুকা মধুর চেয়েও অধিক কার্যকর। এছাড়াও বিভিন্ন জাতের বাদাম ও ওক থেকে উৎপাদিত মধুতেও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষতি হয়েছে। সেভগি কোলাহ আরও বলেন, গাঢ় রঙের মধুতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বেশি থাকে হালকা রঙের মধুতে। তুরস্ক উভয় প্রকার মধু উৎপাদনেই নির্ভরতার প্রমাণ দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক তৃতীয় ।চীন ও আর্জেন্টিনার পরেই অবস্থান করছেদেশটি।

কুকুর মালিকদের মৃত্যু ঝুঁকি কম

কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম, বলছেন সুইডেনের একদল গবেষক। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি সুইডিশের উপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য জানাচ্ছেন তারা।

গবেষণায় ৪০ থেকে ৮০ বছর বয়সী সুইডিশদের মেকিডেল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষকরা বলছেন, কুকুর পালন মানুষের শারীরিক কার্যকলাপ ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যা হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি কমায়।

তাছাড়া কুকুর মাইক্রোবায়োম নামে পরিচিত কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকেও মালিককে সুরক্ষা দেয়। কুকুর পালনে ঘরের ধূলাবালি, ময়লা ইত্যাদির পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়াকেও প্রভাবিত করে। যেসব মানুষ একাকী বসবাস করেন তাদের বিশেষ সরক্ষা দেয় কুকুর। গবেষকদলের প্রধান মিয়েনইয়া মুবাংগা বলেন, একাকী বসবাসকারী কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ কম এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কম ১১ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, এর আগে গবেষণায় দেখা যায় একাকী বসবাসকারী মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি। সুতরাং, একাকী মানুষের জন্য কুকুর হয়ে উঠতে পারে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কিছু শিকারি প্রজাতির কুকুর যেমন--- রিট্রাইভার, হাইন্ড, টেরিয়ার ইত্যাদি পালন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে অধিক কার্যকরী।

বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স রিপোর্টসে প্রকাশিত ও গবেষণাপত্রটি তৈরি হয়েছে ২০০১

সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে এ সময়ের মধ্যে সুইডেনের হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আগত নাগরিকদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০০১ সালে থেকে কুকুর মালিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় সেদেশে।

হাস্যরসের বড়ই অভাব, পর্দায় জমল না পতি পত্নী অউর ওহ

অভিনেতা অভিনেত্রীঃ কার্তিক আরিয়ন, ভূমি পেডনেকর, অপারশক্তি খুরানা, অনন্যা পাণ্ডে, কে কে রায়নাগল্পঃ সম্বন্ধ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দুটি মানুষের জীবন ভালোই চলছি। এমনি সময় জীবনে ঝড় তোলে অন্য এক মহিলা। তাঁকে

ঘিরেই ঘুরে যায় গল্পের মোড়। সেখান থেকেই শুরু হয় এক ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। যার পরিণতি কী তা বোঝা দায় হয়ে ওঠে তিন চরিত্রের জন্যই।অভিনয়ঃ অভিনয়ের দিক থেকে ভুমিপেডনেকর অনবদ্য। তাঁর স্পষ্ট ও সোজা সাপ্টা কথার ধরণ, সংলাপের গতি সবই যেন অনুকুলে থাকে। কিন্তু কোথাও গিয়ে কার্তিকের চরিত্রে নতুনত্বের অভাব দেখা যায়। একঘেয়ে লুকেই এই ছবিতে ধরা দিলেন তিনি। এই স্টাইলে গল্প বলা, চরিত্রের উপস্থাপনা। অনন্যা এই ছবিতে বেশ খানিকটা জায়গা পায় নিজেকে প্রমাণ করার।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্যে একাধিক গলদ নজরে পড়ে। হাসির রসদ নেই বললেই চলে। আপাদ মস্তক এক বেলাইনে চলা ছবি। ছবিটি প্রথম থেকেই কোথাও যেন কিস্তুর ছাপ রেখে যায়। চরিত্রগুলো মজার গলেও গল্পে সেই দাপটের অভাব থাকে। বেশ কিছু জায়গায় ছবির উপস্থাপনা আরও একটু ভালো হতে পারত।

সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ ছবিতে অনবদ্য উপস্থাপনা। যা এক কথায় সকলের নজর কাড়ে। গানের দৃশ্য থেকে শুরু করে ছবির উপস্থাপনা, সবেতেই একটা ঝাঁ চকচকে বিষয় নজরে আসে। ছবির আদ্যপান্ত জুড়ে থাকা এক সুন্দর সেট, কস্টিউম, এক কথায় বলতে গেলে ছবিটি চোখের জন্য মনোবম। পবিচালনাঃ পরিচালনার দিক থেকে বলতে গেলে বেজায় খামতি নজরে আসে। ছবিতে হাসির দৃশ্য খুবই কম। সংলাপ উপস্থাপনা করার দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া যেত। গল্প তেমন আকর্ষণ না করলেও সব মিলিয়ে এই একবার দেখেই নেওয়া যায়। যদিও কার্তিকের থেকে যে ধরনের ছবি আশা করা যায়, এই ছবি তার থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।

শনিবার পিএসআরইউর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কর্মকর্তারা।। ছবি- নিজস্ব।

খুনি, সন্ত্রাসবাদী তথা দুর্নীতিগ্রস্তদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে দেশবাসীর কাছে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সন্ত্রাসবাদের গডফাদার বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সাফ কথা, 'আগুন জ্বালিয়ে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মানুষদের হত্যা করার চেয়ে বড় কোনও সন্ত্রাস নেই।' রাজধানীর গণভবনে আওয়ামি লিগের জাতীয় কমিটির বৈঠকে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা। নাম না করে বিরোধী দল বিএনপি'র বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। অনাথাশ্রম দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়াকে নিশানা করে হাসিনা বলেন, 'অনাথদের অর্থ যারা আত্মসাৎ করে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। জিয়াউর রহমান ও তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে দেশের কোনও উন্নয়ন হয়নি। বরং বিএনপি যখন ক্ষমতায় এসেছে, তখন দেশ সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও দুর্ভিক্ষের দিকে এগিয়ে গেছে।' খুনি, সন্ত্রাসবাদী তথা দুর্নীতিগ্রস্তদের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানান তিনি। পরোক্ষভাবে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি'র বিরুদ্ধে তোপ দেগে হাসিনা বলেন, 'ঘুষখোরেরা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, সে ব্যাপারে জনতাকে সতর্ক থাকতে হবে।' উল্লেখ্য, বিগত সাধারণ নির্বাচনে কার্যত সাফ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। দুর্নীতির দায়ে জেলের সাজা খাটছেন দলের সুপ্রিমো বেগম খালেদা জিয়া। তাঁর ছেলে তথা দলের শীর্ষ নেতাদের অন্যতম তারেক জিয়াও পলাতক। ২০০৯ সালের জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট মামলাটি দায়ের করা হয়।ওই মামলায় দোষী সব্যস্ত হয়ে জেলে রয়েছেন বেগম জিয়া। প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় জিয়া তার ক্ষমতা অপব্যবহার করে এই ট্রাস্টের জন্য ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকার তহবিল জোগাড় করে আত্মসাৎ করেন। এই মামলায় তাঁর ১৭ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে নাইকো, গ্যাটকো, বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি মামলাও রয়েছে।

খুনের মামলার অভিযুক্ত যুবককে কুপিয়ে খুন, তদন্তে পুলিশ

কৃষ্ণনগর, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় নদীয়ার চাকদহে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। বাড়ির কাছে কুপিয়ে খুন করা হয় ওই যুবককে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, একটি খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিল মৃত যুবককে। মৃত বছর কুড়ির সৌরভ রায় নদিয়ার চাকদহের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, কর্মসূত্রে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরেই থাকত ওই যুবক। শুক্রবার রাতে সে এলাকার একটি চায়ের দোকানে ছিল। কয়েকজন দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পেরে চায়ের দোকান থেকে পালিয়ে একটি স্থানীয় একটি স্কুলে ঢোকার চেষ্টা করে সৌরভ। কিন্তু অভিযুক্তরা তাকে ধরে ফেলে। বাড়ির মাত্র ৫০ ফুট দূরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় সৌরভকে। এরপর ওই যুবককে লক্ষ্য করে চার থেকে পাঁচটি বোমাও ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই যুবক রাস্তায় লুটিয়ে পড়তেই অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয়। শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে তাকে কল্যাণীর জওহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভরতি করা হয়। শনিবার সকালে হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মাস ছয়েক আগে একটি খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মৃত সৌরভের। গ্রেফতারও করা হয়েছিল তাকে। কিছুদিন আগেই সে জামিনে মুক্ত হয়। এখানে প্রশ্ন উঠেছে, সেই খুনের প্রতিশোধ নিতেই কি নৃশংসভাবে হত্যা করা হল সৌরভকে? নাকি অন্য কোনও শত্রুতার জেরেই এই খুনের ঘটনা? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) উন্নাওতে বছর ২৩-এর তরুণীকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের সরকারের উপরে দায় চাপাল কংগ্রেস। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেত।

শনিবার রাজধানী দিল্লির প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উন্নাও কান্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস মুখপাত্র সুপ্রিয়া শ্রীনেত জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী সহ অন্যান্য সকল মন্ত্রীরা কেন নীরব। এই ভাবে চোখ বন্ধ করে রাখা যায় না। বিশ্বে ধর্ষণের রাজধানী হওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে উত্তরপ্রদেশ। নির্যাতিতা যে মানসিক নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে সুপ্রিয়া বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলছেন তিনি শোকাহত। কিন্তু উন্নাওয়ের মতো ঘটনা এর আগেও ঘটেছে।' তিনি আরও বলেন, সার্বিক ভাবে নির্যাতিতাকে রক্ষা করতে সমাজ ব্যর্থ হলেও। এর দায় পুরোপুরি উত্তরপ্রদেশ সরকারকে নিতে হবে। বিগত ১১ মাসে ৮৬টি ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছে উন্নাওতে। মানুষ কি করে এমন নৃশংসতা করতে পারে বলে প্রশ্ন তুলেছেন শতাব্দী প্রাচীন দলটির এই বর্ষীয়ান নেত্রী।

কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল পুলিশ

জলপাইগুড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাচার করার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক কোটি টাকারও বেশি মাদক। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ওই মাদকের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় এককোটি টাকারও বেশি। শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলার ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে পুলিশের রুটিন মাফিক তল্লাশির সময় একটি ট্রাক থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ওই মাদক গুলি। যদিও এই ঘটনার ট্রাক চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, বেআইনি মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় দশ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার, আফিম, ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা উদ্ধার করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কয়েকটি গাড়ি সহ বেশ কয়েকজন পাচারকারীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার হচ্ছে ঔরঙ্গজেব করেছিলেন শিবাজীর সঙ্গে, ক্ষোভ রাজ্যপালের

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের একবার মুখ খুললেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করতে গিয়ে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। দুর্গাপুজোর কার্নিভালে আমন্ত্রিত থাকা সত্বেও সেখানে অপমান করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

শনিবার একটি পত্রিকার অনুষ্ঠানে গিয়ে কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে তিনি বলেন, তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, সেরকম ব্যবহার শিবাজীর সঙ্গে করেছিলেন ঔরঙ্গজেব। তিনি জানিয়েছেন লাইভ অনুষ্ঠান দেখতেই পাননি তিনি। তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অন্তত ২০-২৫ জন।

তবে অনুষ্ঠান শেষে ব্যাখ্যা দেন, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যাবকে ঔরঙ্গজেব বলেননি। বলেন, 'বাংলার আয়রন লেডিকে আমি ঔরঙ্গজেব বলিনি।' তিনি বলেন, 'আমার সঙ্গে যা করা হয়েছে, তা আর কোনও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের সঙ্গে করা হয় না। চার ঘণ্টা ধরে আমি বসেছিলাম। পুরো অনুষ্ঠানটা লাইভ হল। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলি সেটা লাইভ করছিল। চার সেকেন্ডের জন্যও রাজ্যপালকে দেখানো হয়নি।'

এবছর ১১ অক্টোবর রেড রোডে আয়োজিত হয়েছিল বিসর্জনের কার্নিভাল। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ও আমন্ত্রিত ছিলেন সেখানে। বারবারই একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তার জন্য রাজ্যপালকে আমন্ত্রণ জানাতে পিছপা হয়নি রাজ্য সরকার। আমন্ত্রণে সাড়া দিতেও কার্পণ্য করেননি রাজ্যপালঊ তাঁকে যে ভাবে 'ব্ল্যাক আউট' করা হয়েছে, তা 'জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি' বলেও উল্লেখ করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

লোধ শবর সম্প্রদায়ের মহিলাদের নিয়ে সচেতন শিবির ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : সচেতনার অভাবে অনেক সময় বাড়িতে প্রসবের ফলে সদ্যজাতের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এমনকি আঠারো বছরের আগেই অনেক ছেলে মেয়েদের বাল্য বিবাহ দেন লোধা শবর সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। তাই এই অউন্নত লোধ শবর মহিলা পুরুষদের সচেতনা করার জন্য এক আলোচনা শিবিরের আয়োজন করেছিল ঝাড়গ্রাম শহরের কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাব। শনিবার ঝাড়গ্রাম পৌর সভা এলাকার সবচেয়ে বড় শবর পাড়া এক নম্বর ওয়ার্ডের শিরিষচক এলাকায় অবস্থিত। ঝাড়গ্রাম শহরের মধ্যে থেকেও সচেতনার অভাব। যেখানে হাতের কাছেই রয়েছে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তা সত্ত্বেও হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে সদ্য জাতের প্রসব করান লোধা শবর মহিলারা। আর তাতেই ঘটে মৃত্যুর ঘটনা। বাড়িতে প্রসব হওয়ার কারণে লোধা শবর ছেলে মেয়েরা জন্ম প্রমান পত্র থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সমস্যায় পড়তে হয় শবর পরিবারের সদস্যদের বা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় তারা।

এদিনের আলোচনা সভায় শবর সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবার গুলির সদস্যদের নিয়ে বাড়িতে প্রসব করান এবং বাল্যবিবাহের খারাপ দিক গুলি তুলে ধরেন ক্লাবের সদস্যরা। পাশাপাশি তামাক দ্রব্য থেকে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দূরে রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয় মহিলাদের। তামাক জাত দ্রব্য সেবনের খারাপ দিক গুলিও তাদের সামনে তুলে ধরে সচেতন করার চেষ্টা করেন।এদিনের এই আলোচনা সভায় প্রায় ৩০ জন লোধা শবর মহিলা উপস্থিতি হয়েছিলেন। সচেতনতা কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগে মহিলাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। লোধা শবর মহিলা এদিন শপথ নিয়েছেন এরপর বাড়িতে প্রসব নয় এবং বাল্যবিবাহ দেবেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হলে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেবেন। কারোর বাচ্চা হওয়ার থাকলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে সচেতনতা শিবিরে। এদিন স্থানীয় ঝাড়গ্রাম কদমকাননে ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে শবর পাড়াতে নজরদারির চালানোর জন্য পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রতি সপ্তাহে এলাকা পরিদর্শন করবে এবং কোথাও বাল্যবিবাহ হলে সাথে সাথে প্রশাসনকে জানাবে, বাল্যবিবাহ রোধে সব ক্লাবের পক্ষ থেকে সবর পাড়াকে সব রকম সহযোগিতা করবে প্রশাসনকে।এমনটাই জানা গেছে ক্লাব সূত্রে। এদিন এই আলোচনা সভায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০ জন লোধা শবর ছেলে মেয়েদের শীতবস্ত্র প্রদান করেন। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রান্তিক মৈত্র ও

ছয়ের পাতায়

উন্নাও কান্ডে ২৫ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণের ঘোষণা যোগী সরকারের

উন্নাও, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও কান্ডে নির্যাতিতার পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে উত্তরপ্রদেশ সরকার। পাশাপাশি বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত সমাপন করার জন্য ফাস্টট্রেক আদালতে এই মামলার চলবে।

শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে উন্নাও গিয়ে দেখা করেন রাজ্য মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য ও কমল রানি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন উন্নাওয়ের সাংসদ সাক্ষী মহারাজ। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী স্বামী প্রসাদ মৌর্য জানিয়েছেন, অপরাধীরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায় সেই জন্য ফাস্টট্রেক গড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে নিহত নির্যাতিতার পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং নির্যাতিতার পরিবারের পাশে রয়েছে। পরিবারটি যাতে দ্রুত বিচার পায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। সমস্ত অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে। পরিবারের সদস্যরা যেমন ধরণের তদন্ত চাইবে, তেমনই তদন্ত হবে। কোনও অপরাধীকে রেয়াত করা হবে না। বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। অন্যদিকে সাক্ষী মহারাজ জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে তিনি সংসদে সরব হবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাণী আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক বিস্তর, মানুষের আস্থা কমছে বিচার ব্যবস্থায়

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিচার প্রক্রিয়ায় দেরি হতে দেব না, ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তথ্য বলছে, ধর্ষণ এবং পস্কোর মামলায় দেশে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে। সরে ছ'বছরেও সাজা হয়নি কামদুনির আলোড়ণজাগানো মামলায়ঊ

শুক্রবার মেয়ো রোডের জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এ রাজ্যের বিচার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হতে দেবেন না। এর আগেও তিনি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত করার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর দাবি, বাংলায় বিচার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৫টি মহিলা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি যা-ই হোক, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিকাশ ভট্টাচার্য, অরুনাভ ঘোষের মত প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীরা স্বীকার করেছেন বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য বিচার ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে। গোটা দেশে উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের পরেই ধর্ষণ অথবা প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন এগেনস্ট সেক্সুয়েল অফেন্সেস অ্যাক্ট (পস্কো) সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ২০,২২১।

মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য দাবি করেছেন, "আমরা রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ দিনাজপুরে ধর্ষণের একটি মামলায় তিন দিনে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। এ ধরণের মামলায় তিন দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিতে হবে বলে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় দোষী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

২০১৩ সালের ৭ জুন, কলেজ থেকে ফিরে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল ছাত্রীটি। সেদিন হাল্কা বৃষ্টি পড়ছিল, তাই ভাইয়ের আসতে দেরি হচ্ছিল। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের কামদুনি গ্রামের ঘটনা। দেরি দেখে গ্রামের দিকে একাই সে হাঁটা দেয়। দিনের আলো তখনও উজ্জ্বল। ফেরার পথে ৯ জন মদ্যপ অবস্থায় ওই ছাত্রীকে অপহরণ করে একটি নির্জন জায়গায় পাঁচিল ঘেরা অংশে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রীকে গণধর্ষণ করার পর নৃসংশ ভাবে খুন করা হয়। পরের দিন অর্থাৎ ৮ জুন ছাত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। কামদুনি ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারের পর আন্দোলনের চেহারা নেয় ঊ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দোষীদের শাস্তি চেয়ে আন্দোলনের পথে নামে। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। প্রতিবাদের ভাষা বারাসত থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতাতেও। বিভিন্ন সমাজকর্মী, মহিলা সংগঠন আন্দোলনে পা মেলায়। বাংলা বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বড় অংশ কলকাতায় এই আন্দোলনে যোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেন, কবি শঙ্খ ঘোষ, অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

এই ঘটনায় অভিযোগ ছিল ৯ জনের বিরুদ্ধে। হেফাজতে থাকাকালীন এদের মধ্যে এক অভিযুক্তের মৃত্যু হয়।

ছয়ের পাতায়

দেশের বিচারকদের প্রতি আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আবেদন জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দেশের বিচারকদের প্রতি আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার আবেদন জানালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তিনি। এদিন বাংলাদেশে মামলার রায় বাংলায় লেখার আবেদন জানিয়ে তিনি ঊ শনিবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি চাই না যে আমার মত স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বছরের পর বছর কেউ অপেক্ষা করুক। সবাই যেন ন্যায়বিচার পায়, আইনের আশ্রয় পায়। যেটা আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে।'

এদিন বিচারকদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'আমি আশা করি দেশ, জনগণ এবং সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিচারকরা আপনারা আপনাদের মেধা-মনন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন।'

দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সব নাগরিক যাতে আইনের আশ্রয় লাভের সুবিধা পায়-সেটা আমরা নিশ্চিত করতে চাই এবং সেটা আমরা করবো।'

তিনি বলেন, 'আমরা সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করেছি যেহেতু আমাদের সংবিধানে বলা আছে আইনের আশ্রয় লাভে সবার সমান অধিকার। আমরা তাতে বিশ্বাস করি। সবারই ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

পাশাপাশি বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা অনেক বেড়েছে বলে হাসিনা বলেন, 'অনেকগুলো রায় খুব দ্রুত দেওয়ার ফলে আমি বলবো বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা-বিশ্বাস অনেক অনেক বেড়ে গেছে। সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

বাংলায় রায় লেখার অনুরোধ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মামলার রায় লেখা হয় শুধু ইংরেজি ভাষায়, তাতে অনেক সময় আমাদের সাধারণ মানুষ যারা হয়তো ইংরেজি ভালো বোঝেও না, তারা কিন্তু ধোকায় পড়ে যায়। তারা সঠিক জানতে পারে না যে রায়টা কী হল।

সেজন্য ইংরেজিতে লেখা হোক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় লেখা থাকা উচিত।' এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রমুখ।

ট্রাম্প-মুন ফোনে কথা

সিওল, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংকটের সমাধানে উত্তর কোরিয়ার দেওয়া সময়সীমা নিয়ে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইনের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ সিওল থেকে জানান হয়েছে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য শনিবার নিজেদের মধ্যে প্রায় আধা ঘণ্টা ফোনে কথা বলেন ঊ

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার কোনো গতি না হওয়া এবং বিষয়টি নিয়ে স্থবিরতা দেখা দেওয়ায় উত্তর কোরিয়ার অব্যাহত হুমকির মুখে দুই নেতার এই বার্তালাপ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করছে ঊ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্সিয়াল ব্লু হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, দুই নেতা আলাপের সময় কোরীয় উপদ্বীপের পরিস্থিতি 'তীব্র' আকার ধারণ করেছে এ বিষয়ে একমত হন। প্রত্যাশিত সমাধানে পৌঁছাতে তারা পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার অব্যাহত রাখা উচিত বলে মনে করেন। একমত হন এ বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়মিত পরামর্শ করার বিষয়েও।

সম্প্রতি উত্তর কোরিয়ার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে উপর্যুপরি বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করার পাশাপাশি হুমকিও দেওয়া হয়।যেখানে দেশটির বিষয়ে আমেরিকাকে পরিকল্পনা পরিবর্তনের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বলা হয়, যদি পরিকল্পনার পরিবর্তন করা না হয় তবে শীর্ষ নেতা কিম জং উন 'ভিন্ন পথ' অবলম্বন করবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়া নেতা কিম জং উনের মধ্যে ইতিহাসে প্রথমবারের মত ২০১৮ সালের ১২ জনু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ধারণা করা হচ্ছিল, এ বুঝি চিরবৈরী দেশ দুটির সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রত্যাশামতো ফল মেলেনি বৈঠক থেকে। পরে দ্বিতীয় দফায় বৈঠকে মিলিত হন তারা। ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের এ সম্মেলন শেষ হয় কোনও সমাধান ছাড়া। এরপর থেকেই দেশ দুটির মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি।-

শনিবার ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

প্রতিবছরই সংশোধিত হবে বিপিএল তালিকা, জানালেন ফিরহাদ

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): এবার থেকে প্রতিবছরই বিপিএল তালিকার সংশোধন হবে। শনিবার এমনটাই জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বর্তমান সময়ে খুব কম সময়ের মধ্যে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। সেই কারণে কলকাতা পুরসভা প্রতিবছরই বিপিএল তালিকা সংশোধন করতে চায়।

এদিন মেয়র জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বিপিএল তালিকা সংশোধন না হওয়ার ফলে যেমন অনেক যোগ্য পরিবার বিপিএলের জন্য বরাদ্দ সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ঠিক একই রকম ভাবে আবার অনেক পরিবার দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে উঠে গেলেও সরকারি পরিষেবা গ্রহণ করে যাচ্ছেন। চলতি বছরে শহরে ১৮ হাজার ৭৭৭ জনের নাম বিপিএলের খসড়া তালিকায় স্থান পেয়েছে। আগামী ২০ তারিখ কলকাতা পুরসভার আসন্ন মাসিক অধিবেশনে এই তালিকা পেশ করা হবে বলে মেয়র জানান।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে কলকাতা পুরসভা শেষ বিপিএল তালিকা প্রকাশ করে। সে বছর শহরে দু লক্ষের উপর পরিবার এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিমধ্যই শহরে বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার নিচে কতজন মানুষ রয়েছেন তার সমীক্ষা চালানোর জন্য মেয়রের নির্দেশে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে।

কমিটির মাথায় রয়েছেন স্পেশ্যাল কমিশনার তাপস চৌধুরী। এছাড়া অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন মেয়র পরিষদ দেবব্রত মজুমদার, ইন্দ্রাণী সাহা ব্যানার্জী, স্বপন সমাদ্দার, সামাজিক উন্নয়ন বিভাগের চিফ ম্যানেজার কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা সুদার এক আধিকারিক। এই কমিটি বর্তমান সময়ে বাজার মূল্যের সঙ্গে কোন পরিবারের মাথাপিছু আয়ের নিরিখে বিপিএল তালিকা তৈরি করছেন। সেই তালিকা সুদার কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের কাছে সেই তালিকা অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে।

বিজেপির জেলা সভাপতি বদল

বারুইপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ ২৪ পরগণা পূর্ব জেলার সভাপতি বদল করলেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। শুক্রবার সুনিপ দাসকে সরিয়ে নতুন জেলা সভাপতি করা হয় হরিকৃষ্ণ দত্তকে। শনিবার নতুন সভাপতিকে জেলা কার্যালয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিজেপি কর্মীরা। আগামী ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে দলের সকল স্তরের কর্মীদের একত্রিত করে সংগঠনকে আরও মজবুত করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দেন নতুন সভাপতি।

বছর দুয়েক আগে ত্রিদিব মন্ডলের বদলে সুনিপ দাস জেলা সভাপতি হওয়ার পর থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই পূর্ব সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অশান্তি দেখা গিয়েছিল। একাধিকবার দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা। এমনকি কার্যালয়ের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তারা। গত প্রায় দু বছর ধরে সেই সমস্ত বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী সক্রিয় ভাবে দলীয় কাজ করেন নি। গত লোকসভা ভোটে এই সাংগঠনিক জেলায় বিজেপি ভালো জায়গায় থাকলেও কোন আসনেই জিততে পারে নি। এই হারের পিছনে বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীদের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আর সেই কারণেই সামনেই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলের রাজ্য নেতৃত্ব এমন একজন নেতাকে সভাপতি পদে বসানোর কথা ভেবেছেন যাকে নিয়ে দলের কোন স্তরের কর্মীদের কোন ক্ষোভ নেই। সেই কারণেই সোনারপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুরের বাসিন্দা হরিকৃষ্ণ দত্তকে জেলার নতুন সভাপতি ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর হরিকৃষ্ণবাবু সব বয়সের, সব ধরনের কর্মীদের সাথে মানিয়ে নিয়ে সংগঠন চালাবার ক্ষমতা ধরেন। নতুন পদ পেয়ে তিনি বলেন, " দল আমায় এই পদের জন্য যোগ্য মনে করেছে তাই আমাকে এখানে বসানো হয়েছে। ২০২১ এর বিধানসভা ভোটে সাফল্যের লক্ষ্যে দলের সকল স্তরের কর্মীদের নিয়ে যাতে একসাথে সঙ্গবদ্ধ ভাবে আমরা চলতে পারি সেই চেষ্টাই করবো"। আর বিদায়ী সভাপতি সুনিপ বলেন, " যত দিন এই পদ সামলেছি দলের সংগঠন মজবুত করার চেষ্টা করেছি। বিভেদ ভুলে সকলকে নিয়ে চলার চেষ্টা করেছি। দলের সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নিয়েছি। সংগঠন ও দলের স্বার্থে সকলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবো তৃণমূলের বিরুদ্ধে"।

শহরে ডেঙ্গু আতঙ্কের মধ্যেই বিরল ম্যালেরিয়ায় মৃত ১

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): শহরে যখন ডেঙ্গু আতঙ্ক বাসা বেধেছে সেই মুহুর্তে ম্যালেরিয়াও তার থাবা বসাতে পিছু ছাড়ছেনাঊ গতকাল মৃত্যু হয় কলকাতা পুরসভার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপচাঁদ রায় স্ট্রিটের দীনেশ সাউয়ের। শনিবার বিষয়টি নিশ্চিত করে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুনিতা ঝাওয়ার বলেন, 'দীনেশ সাউ বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন সেখান থেকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফেরেন তিনি। ওই ব্যক্তির কিডনি ছাড়াও লিভারের সমস্যা ছিল।'

বেশ কয়েকদিন জ্বরে ভোগার পর গত ২৬ নভেম্বর রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে দীনেশ সাউয়ের। এরপর তাঁকে মধ্য কলকাতার এক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে পরের দিন অর্থাত ২৭ নভেম্বর সল্টলেকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে টানা ৯ দিন আইসিইউতে থাকার পর গতকাল সেপসিস এবং মাল্টি অর্গান ফেলিওর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ঊ

হাসপাতাল সূত্রে খবর, ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ছিল ওই ব্যক্তিঊ ডেথ সার্টিফিকেটেও তার উল্লেখ রয়েছে। ওই বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন ,দীনেশ সাউকে যে অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল তা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর কিডনি, লিভার সহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। সাধারনত এই ধরনের ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি হয় উত্তরবঙ্গের জেলায়ঊ বিশেষ করে জলপাইগুড়িতে এর দৌরাত্ম্য দেখা যায় প্রবল পরিমানে। কলকাতার বুকে ফ্যালসিপেরিয়াম ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা খুবই ব্যতিক্রমী। পতঙ্গবিদদের একাংশের মতে, উত্তরবঙ্গের কোথাও মশার কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন ওই ব্যক্তি। এদিকে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর মৃত ব্যক্তির চিকিৎসা চলাকালীন সমস্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঝাড়গ্রাম রাকৃষ্ণ মিশন মাঠ ও আশ্রমের প্রার্থনা ঘরের উদ্বোধন করলেন শুভেন্দু অধিকারী

ঝাড়গ্রাম, ৭ ডিসেম্বর (হি: স.) : ঝাড়গ্রাম রাকৃষ্ণ মিশন মাঠ ও আশ্রমের প্রার্থনা ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার ঝাড়গ্রামে একলব্য রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন প্রার্থনাগৃহ উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধন অনুষ্ঠান যোগদান করতে এসে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এখানে স্কিলড ডেভলপমেন্টের পরিকাঠামো রূপায়ণের জন্য যা যা কিছু করার দরকার তা করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর মঠের সম্মানিয় সভাপতি মাহারাজ স্বামী শ্মরনানন্দ মাহারাজ, রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার সুকুমার হাঁসদা, ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদ ভারতের সহ একাধিক প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা জগতের মানুষ জনেরা। সভাপতি মহারাজ ঝাড়গ্রামবাসীর সকলের মঙ্গল কামনা করেন। বৈদিক মন্ত্রচারনের মাধ্যমে উনুষ্ঠানের শুরু হয়। সভা মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু আগে র্পথানা ঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন,বেলুর মঠের সভাপতি স্বামী শ্মরনানন্দ মহাজরাজ। উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রতিষ্টিত হয় ।আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আশ্রমের পক্ষ থেকে সমাজসেবামূলক বিবিধ কাজ করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সহ সাধারণ মানুষের নানা অসুবিধায় তারা ঝাপিয়ে পড়ে কাজ করছে।দুঃস্থদের কম্বল কাপড় দান সহ নানা কাজ করছে। এছাড়া প্রতি রবিবার আশ্রমের পক্ষ থেকে ছয় বছর থেকে বারো বছর বয়সীদের মূল্যবোধের ক্লাস করানো হয়। এদিন প্রার্থনা ঘর উদ্বোধন উপলক্ষে শুভেন্দু বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেন "আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলাম সেদিন। এক সময় ঝাড়গ্রামের একলব্য বিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল। তিনি মঠ ও মিশনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে মেদিনীপুর কলেজ ময়দানে ।তারপর থেকে আজ একলব্য বিদ্যালয়,তাদের ছাত্রাবাস গুলিতে, আমাদের এই জঙ্গলমহলের আদাবাসী ছাত্র,ছাত্রীদের তাদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মঠ ও মিশন যেভাবে ঝাড়গ্রাম সহ এই এলাকাতে কাজ করছে এরজন্য আমারা বিশেষভাবে প্রসংশা করতে পারি। আমি এর আগে দু তিনবার বিদ্যালয়ে কর্মসুচিতে এসেছি তাতে কি করে সুন্দর তিলে তিলে তিলত্তমা হিসেবে গড়ে তোলা যায় সেটা কিন্তু একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কতৃপক্ষ। এখানে আমরা অর্থ দিয়েছি। এবং সঠিকভাবে কম সময়ের মধ্যে এই সুন্দর সৃষ্টি গড়ে উঠেছে।এটা অত্যন্ত আনন্দের ।আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এখানে যে স্কিলড ডেভলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে তার পরিকাঠামো তৈরি কারার দায়িত্ব আমার।"

তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার নিয়ে সওয়াল শতাব্দীর, তৃণমূল সাংসদকে সমর্থন নেটিজেনদের

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদে গণধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত চারজনের এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তোলপাড় গোটা দেশ। পুলিশের এনকাউন্টারের বিষয়টিকে 'পরিকল্পিত' বলে মনে করছেন কেউ কেউ। আমজনতার মধ্যে এই নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তেলেঙ্গানা-এনকাউন্টার নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বীরভূমের তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় ফেসবুকে এখনও পর্যন্ত যাঁরা মন্তব্য করেছেন সবাই তাঁর সমর্থক। হায়দরাবাদ পুলিশের পদক্ষেপকে শতাব্দী সাধুবাদ জানিয়েছেন। শুক্রবার সংসদ চত্বরে শতাব্দী বলেছিলেন, "হয়তো অনেকেই বলবেন, একজন সাংসদ হয়ে আমি কী করে এই ধরনের কথা বলতে পারি। কিন্তু, একজন মানুষ হিসেবে, একজন নারী হিসেবে, একজন মা হিসেবে বলতে পারি যে, ঠিক হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'জেলে বসে ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন খেত। যারা ওদের সমর্থন করত, তারা আরও বেশি ওদের ভাঙিয়ে টাকা রোজগার করত। তাই একদম ঠিক হয়েছে। এটা হওয়া উচিত ছিল। এই শাস্তি আমার মনে হয়, আগামীদিনে হয়তো বা কিছুটা হলেও মনে করাবে।' নির্ভয়া প্রসঙ্গে দোষীরা যে এখনও শাস্তি পায়নি, সেই কথাও তুলে ধরেন সাংসদ শতাব্দী রায়। হায়দরাবাদ পুলিশ এই ধরনের পদক্ষেপ না করলে 'নির্ভয়া কাণ্ডের মতো অনেকগুলো বছর চলে যেত। নির্ভয়ার মতো এত বড় কাণ্ড, অথচ এখনও পর্যন্ত দোষীদের কোনও শাস্তি হয়নি। এটা একদম ঠিক হয়েছে। শাস্তি হওয়ারই দরকার ছিল।

শতাব্দীর এই প্রতিক্রিয়াকে সমর্থন করেছে নেটিজেনরা। ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "এত দিনে তৃণমূলের কেউ ভালো কথা বললো।" বিথীকা সইকিয়া লিখেছেন, "এগ্রি টু ইউ। উই মাস্ট সাপোর্ট দি পুলিশ ফোর্স।' রত্না বসাক লিখেছেন, "একদম ঠিকই করেছে। এখন আমরা সবাইকে পুলিশ অফিসারের পক্ষেপ এক হওয়া উচিত।' অপূর্ব যশ লিখেছেন, "দিদি এবার শতাব্দীকে ও দেবে।' জগদীশ কুন্ডু লিখেছেন, "আই স্টান্ড বাই শতাব্দী রায়।' রবীন চক্রবর্তী লিখেছেন, "শতাব্দী রায়কে আমি ভীষণ ভালো জানি। তিনি টিএমসি-তে যোগ দিয়েছেন। সেটা সঠিক। কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে উনি সততার প্রতীক। তিনি সন্তুষ্ট না টিএমসি করে। চিট ফান্ড কান্ডে ওনার মতো মানুষ কে বিদ্ধ করা হয়েছে। শতাব্দী রায় ব্যক্তিজীবনে প্রচণ্ড আদর্শবাদী।

কিরিচ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ডিসেম্বর।। সাত সকালে কিরিচ উদ্ধারে এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকার ১৪ ঘাট। এলাকার রাস্তার পাশে পরে থাকা কিরিস দেখতে পান সকালের পথচলিত মানুস। খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়। উক্ত খবর এলাকার এক ব্যক্তি নিজ পরিচয় গোপন রেখে সংবাদটি দেয়।

গহনা চুরি

দুইয়ের পাতার পর

ভলান্টিয়ার মারফত জানতে পারি দোকানের তালা ভাঙা। ঘুম ভেঙে আমি পাড়ার কয়েক জনকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে এসে দেখি-- দোকানের শাটার ও কলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢুকে সমস্ত গহনা নিয়ে পালিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ছোটো ব্যবসায়ী। মহাজনের কাছ থেকে সোনা রূপো এনে কাজ করি। বেশিরভাগই রুপোর গহনা ছিল। এই অবস্থায় মহাজনের ঋণ কি করে মেটাবো সেই চিন্তায় আমি দিশেহারা। সব মিলিয়ে প্রায় দেড় থেকে দুই লাখ টাকার সামগ্রী চুরি গেছে।তিনি বলেন ২০ বছর ধরে দোকান করছি। কোনদিন এরকম ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশের এক কর্তা পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। দুষ্কৃতীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে জানান ওই পুলিশ কর্তা। গ্রামের সাংস্কৃতিক কর্মী তথা নাট্যকার শিবাশিস কুন্ডু বলেন, আমাদের শহর লাগোয়া গ্রামটিতে জনবসতি বাড়ছে। তবুও এ ধরনের ঘটনা ঘটবে কল্পনাও করতে পারছিনা। ২ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার টহলে ছিলেন। রাজগ্রামের বাজার বেশ কিছুটা লম্বা। ২ জনের পাহারা যথেষ্ট নয়। শ্রী কুন্ডু বলেন, পুলিশি টহল সহ আরো কড়া নজরদারি দরকার ।নাহলে এই ঘটনা ঘটতে থাকবে।

শিবির ঝাড়গ্রামে

পাচের পাতার পর

আহ্বায়ক সাগর গুইন বলেন 'আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এইরকম সচেতনতা মূলক উদ্যোগ বরাবর নিয়ে আসা হয় ।যার ফলে এখন মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছেন ।আগামী দিনেও যাতে বাড়িতে কারো প্রসব না হয় এবং বাল্যবিবাহ না হয় সেই দিকে নজর রাখা হবে। ।সেই রকম কোনো ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।'

রাজপথ

● **প্রথম পাতার পর**

দিল্লি। উন্নাওয়ের নির্যাতিতার মৃত্যুতে নাগরিকদের ক্ষোভ, মহিলা নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ সরকার। তেলঙ্গানা-উন্নাওয়ের পরপর গণধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রতিবাদে দিল্লির রাজপথে স্বতঃফুর্ত প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন নাগরিকরা। শনিবার বিকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের কাছে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। তবে ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। এরপরই বিক্ষোভকারীদের হটাতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ। পুলিশি তাণ্ডবে জখম হন বেশ কয়েকজন। কিন্তু পুলিশের লাঠির কাছে না দমে মোদী---যোগীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, সরকার বদল হলেও কেন মেয়েদের নিরাপত্তা মিলছে না। ধর্ষকরা কেন শাস্তি পাচ্ছে না। ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। দিল্লি পুলিশের জনসংযোগ অফিসার এম এস রনধাওয়া পুলিশি তাণ্ডবের সাফাইয়ে বলেন, বিক্ষোভকারীরা যেহেতু মশাল জ্বালিয়েছিল তাই অগ্নিকাণ্ড এড়াতেই জলকামান দেগেছিল পুলিস। অন্যদিকে, আজ দিল্লির রাজঘাট থেকে মোমবাতি মিছিল করে ইন্ডিয়া গেট পর্যন্ত পৌঁছান কলেজ পড়ুয়া থেকে বৃদ্ধারাও। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় অনেককেই।

শনিবারের অগ্নিগর্ভ রাজধানীর ছবিটা ফিরিয়ে আনল সাত বছর আগে নির্ভয়াকাণ্ডের স্মৃতি। ২০১২—র ১৬ ডিসেম্বর হোয়াইটলাইনারের বাসে গণধর্ষিতা হয় ২৩ বছরের প্যারামেডিক্যাল ছাত্রী নির্ভয়া। তারপর তাঁর প্রতি ন্যায়বিচারের দাবিতে ডিসেম্বর—জানুয়ারিতে দিল্লির কনকনে ঠান্ডায় রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল সারা দেশ। ২০১৯ এরপর ফের গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেভাবে গণধর্ষনের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে যা সাধারণ মানুষের মনে আলোড়ন তৈরি করেছে ঊ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গত ২৭ নভেম্বরের ঘটনা ঊ ওই দিন তেলঙ্গানার সামশাবাদের টোন্ডুপল্লি টোল প্লাজার কাছে ২৬ বছরের পশু চিকিৎসককে চার মদ্যপ দুষ্কৃতী গণধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে। তারপর পেট্রোল ঢেলে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেয় শাদনগরের ছট্টনপল্লি সেতুর কাছে। ওই ঘটনায় ফের দেশে গণধর্ষণের বিরোধিতায় বিক্ষোভ শুরু হয়। ধর্ষকদের প্রতি কড়া আইন পরিবর্তনের দাবি জানাতে থাকেন সকলে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনও এই ঘটনায় উত্তাল হতে শুরু করে।

এর মধ্যেই চলতি সপ্তাহের শুরুতেই উন্নাও—এর ২৩ বছরের গণধর্ষিতা যুবতীকে আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় প্রথমে ছুরি চালিয়ে তারপর গায়ে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয় অভিযুক্ত ধর্ষকরাই। অভিযুক্তরা সম্প্রতি জামিন পেয়েছিল। গায়ে আগুন নিয়েই আর্তনাদ করতে করতে এক কিলোমিটার রাস্তা ছোটেন যুবতী। শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল তাঁর। শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় যুবতীর। আর সেই যুবতীর জন্য ন্যায়বিচার সহ দেশের সব মেয়েদের জন্য নিরাপত্তার দাবিতেই আবার উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজধানীর রাজপথ।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শ্যামাপদ মন্ডলকেই ফের বীরভূমের সভাপতি দায়িত্ব দিল বিজেপি

সিউড়ি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবারই বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডলকে সরানোর দাবিতে কলকাতায় রাজ্য বিজেপির কার্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান এই জেলার কর্মীরা। কিন্তু ঘটনাচক্রে ওদিনই জেলা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন শ্যামাপদ মণ্ডল। আগামী তিনবছরের জন্য তিনিই ওই পদের দায়ীত্ব সামলাবেন। সেই কারণে শনিবার বিকেলে সিউড়ির সাহিত্য পরিষদ হলে জেলা বিজেপির নেতা কর্মীদের পক্ষ থেকে শ্যামাপদ বাবুকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

এরপর এদিন শ্যামাপদবাবু সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া বিক্ষোভ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসা করা হয়। উত্তর তিনি বলেন,' আমাদের নিয়ম অনুসারে একজন পাদাধিকারী এককালীন তিন বছর পদে থাকতে পারেন। যদি না কোন বিশেষ কিছু হয়ে থাকে। কেও কেও হয়ত নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ চারিতার্থ করার জন্যই ওদেরকে উস্কেছে।'

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এন এস এস উৎসব অন্যতম ভূমিকা নেবে । কারণ এই উৎসব হল সংস্কৃতি ও সৌভ্রাতত্বের মেলবন্ধন । এই উৎসবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটবে । তিনি আরও বলেন, ছাত্র যুবকদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করার লক্ষ্যেও এন এস এস নিরলসভাবে কাজ করে চলছে । রাজ্যে প্রায় ৩২ হাজার এন এস এস স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন । রাজ্যে রক্তের চাহিদা মেটাতেও এন এস এস রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে । যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় । আগামী দিনেও এন এস এস সমাজসেবামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে মন্ত্রী দেব আশা প্রকাশ করেন ।

অনুষ্ঠানে এন এস এসের উত্তর পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা দীপক কুমার বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় যুব উৎসব আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতীরা যাতে একে অপরের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে । কারণ উত্তর-পুর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি রয়েছে । এবারের ৫ দিনব্যাপী এই উৎসবে যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা, এইডস রোগ বিষয়ে সচেতনতা, রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সংঘটিত হবে । এন এস এস উৎসবে ৮টি রাজ্যের যুবক-যুবতী ও এন এস এসের প্রোগ্রাম অফিসার সহ মোট ৩০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছে। এরমধ্যে ত্রিপুরার প্রতিনিধি রয়েছে ৬০ জন।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

বকেল থেকে তাকে খোঁজে না পেয়ে সিধাই থানায় মিসিং ডায়েরীও করা হয়। পশ্চিম তারানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তপন গোপের ঝুলন্ত মৃতদেহ তার নিজ বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে জঙ্গল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন এলাকার বিধায়ক শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি তপন গোপের অকাল মৃত্যতে গভীর শোকপ্রকাশ করে বলেন, তপন গোপ ছিল উনার ৩০ বৎসরের সহকর্মী ।তপন গোপ এক সৎ, নিষ্ঠাবান, সমাজসেবী বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

গণঅবস্থান

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে দাবি জানানো হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি মুক্ত করতে দুর্নীতিদের পরায়নদের অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্যও গণ-অবস্থান থেকে জোরালো দাবি উঠেছে।

সোপর্দ

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে পুলিশ। মূলতঃ এক নাবালিকাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সময় দুলাল মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে গাড়ি চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল অভিযুক্তরা।

বিচার ব্যবস্থায়

পাচের পাতার পর

বাকি ৮ জনের ক্ষেত্রে রায়দান করে আদালত। ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করলেও ২ জনকে তথ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস করা হয়। ২০১৬-র ২৯ জানুয়ারি দোষীদের সাজা ঘোষণা করে আদালত। অভিযুক্তদের বেশিরভাগেরই ফাঁসির সাজা হয়। কিন্তু তারা প্রত্যেকে উচ্চতর আদালতে আবেদন করেছে। অপরাধীদের ফাঁসি না হওয়ায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন তাঁর দাদা। তাঁর মা বলেছেন, হায়দরাবাদে পুলিশ ঠিক কাজ করেছে। ভালো কাজ হয়েছে।

এসএফআই'র

আটের পাতার পর

কতিপয় দুষ্কৃতি হামলা চালায়। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগও দায়ের করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ দুষ্কৃতিকারীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়নি। সে কারণেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে জেলা পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে এসএফআই।

আদালতে

● **প্রথম পাতার পর**

পড়েছে। আইনজীবী এম এল শর্মার আবেদনে, এনকাউন্টারের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি জানানো হয়েছেঊ এছাড়াও সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন এবং দিল্লি মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান স্বাতী মালিওয়ালের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছেঊ যেহেতু, জয়া ও স্বামী এনকাউন্টারকে সমর্থন করেছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোররাতে কড়া প্রহরায় হায়দরাবাদ থেকে অনতিদূরে শাদনগরের চাতানপল্লিতে, ক্রাইট-স্পটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গণধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত ৪ জনকে। পুলিশের দাবি, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় ৪ জন অভিযুক্ত পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে গুলিও চালায়ঊ তখন আত্মরক্ষার স্বার্থে পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। এনকাউন্টারে খতম হয় ৪ জন অভিযুক্ত, যথাক্রমে-মহম্মদ আরিফ (২৬), জল্লু শিবা (২০), জল্লু নবীন (২০) এবং চিন্তকুন্ত চেন্নাকেশভুলুঊ মহম্মদ আরিফ পেশায় ট্রাক চালক ছিল।

এডিসি

● **প্রথম পাতার পর**

অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত, এই পাঁচ দফা দাবি সংবলিত মেমোরেন্ডাম দিয়েছে আইপিএফটি।

মঙ্গল দেববর্মা বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় আগামী ৯ ডিসেম্বর ষষ্ঠ তফশিল এলাকায় সকাল ৬-টা থেকে বিকেল ৬-টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা বনধ পালন করা হবে। ওই দিন অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বাহিনী, কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশ, সংবাদ মাধ্যম, দুধের গাড়ি, বিয়ের গাড়ি, শববাহী গাড়ি, ওষুধের দোকান এবং ফলের দোকান বনধের আওতার বাইরে থাকবে।

তিনি জানান, সম্ভবত ৯ ডিসেম্বর সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশ হবে। তাই, ওইদিন রাজ্যের এডিসি এলাকায় বনধ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইপিএফটি। তাঁর সাফ কথা, শুধু ষষ্ঠ তফশিল এলাকা নয়, সমগ্র ত্রিপুরাকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখতে হবে।

এদিকে, আগামী ১০ ডিসেম্বর নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ১১ ঘণ্টা বনধ ডেকেছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন জনজাতি ভিত্তিক ছাত্র সংগঠন ওই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে। এ-বিষয়ে মঙ্গল বলেন, নেসো-র বনধকে বিরোধিতা করছে না আইপিএফটি। কিন্তু আমরা পৃথকভাবে আন্দোলনে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আইপিএফটি আহূত এডিসি এলাকা বনধ-এর তীব্র বিরোধিতা করেছে শাসকজোট শরিক বিজেপি। দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, আইপিএফটি আলাদা দল, তাঁদের আলাদা কর্মসূচি থাকতেই পারে। কিন্তু, কোনও বনধকে সমর্থন করে না বিজেপি। তাঁর কথায়, বনধ-এর জেরে সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হবে। সারা ত্রিপুরায় স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হবে। তাই, জনগণের হয়রানি হবে এমন কোনও কর্মসূচিকে সমর্থন করে না বিজেপি। সাথে তিনি যোগ করেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। কারোর কোনও ক্ষতি হবে না, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আইপিএফটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তার বদলে বনধ-এর নামে সস্তা রাজনীতি করলে মানুষ এর জবাব দেবে, তোপ দাগেন তিনি।

অনির্দিষ্টকালের

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, ক্যাব লাগু হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভূমিপুত্ররা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন। তাই, ভূমিপুত্রদের স্বার্থে যাঁরা দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম জারি রেখেছেন তাঁদের বনধের সমর্থনে এগিয়ে আসা উচিত। এক কদম এগিয়ে তিনি আইপিএফটি এবং বিজেপি জনজাতি বিধায়কদেরও ওই বিলের বিরোধিতায় এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শাসকদলীয় জনজাতি বিধায়কদের অবিলম্বে পদত্যাগ করে সারা দেশের কাছে বার্তা দেওয়া উচিত। তিনি মনে করেন, জনপ্রতিনিধিরা পদত্যাগ করলে দিল্লি এই বিলের ভয়াবহতা অনুভব করবে।

অনিমেষ দেববর্মা বলেন, ইনার লাইন পারমিট এবং ষষ্ঠ তপশিলভুক্ত এলাকাকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর আওতার বাইরে রেখে জাতি-উপজাতির মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্র। তিনি বলেন, ত্রিপুরা আন্তর্জাতিক সীমান্তঘেরা রাজ্য। এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলে, এই রাজ্যকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখা একান্তভাবে উচিত।

এদিকে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ছাত্র সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো)-এর রাজ্য নেতা জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় ১০ ডিসেম্বর সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১১ ঘণ্টার বনধ ডাকা হয়েছে। নেসো ত্রিপুরায় অনির্দিষ্টকালের বনধকেও সমর্থন জানাচ্ছে। অনিমেষবাবু এদিন বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিল নিয়ে আলোচনায় এগিয়ে আসলে আমরা তাতে প্রস্তুত। কিন্তু, শুধু ষষ্ঠ তপশিল এলাকাকে এই বিলের আওতার বাইরে রাখা মেনে নেওয়া হবে না।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় ত্রিপুরা বনধ-এ গোটা রাজ্য স্তব্ধ হয়ে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে জনজীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিন্তু, সংযুক্ত কমিটির সদস্যদের দাবি, মত প্রকাশের অধিকারের বলেই এই বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। অন্যায় হলে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবেই। তাতে একাংশের ভোগান্তি হবে তা অস্বীকার করছি না, বলেন এন্থনি দেববর্মা। তিনি জানিয়েছেন, বনধ-এর আওতায় স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত থাকবে। তাছাড়া রাস্তা ও রেল অবরোধ করা হবে।

এদিন জগদীশ দেববর্মা জানিয়েছেন, ৯ ডিসেম্বর থেকে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বনধ পালন করা হবে। তবে, অতীতে বনধকে ঘিরে ষড়যন্ত্র হয়েছে। তাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন আহতও হয়েছিলেন। তিনি বলেন, গত ৮ জানুয়ারি নেসো-র ডাকা বনধকে বানচাল করার চক্রান্ত হয়েছিল। বিজেপির মদতপুষ্টরা ওই চক্রান্তে শামিল ছিলেন। ফলে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পুলিশ গুলি ছুঁড়েছিল। তাতে কয়েকজন আহতও হয়েছিলেন।

তিনি দাবি করেন, মাধববাড়ির ওই ঘটনায় শাসকদল যুক্ত ছিল। তাঁদের প্ররোচনায় পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য, অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুর বনধ-এও ষড়যন্ত্র হলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে এর জন্য রাজ্য সরকারকে দায় নিতে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে কারোর হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।

এদিকে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতায় অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধকে তিরস্কার করেছে বিজেপি। দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের মানুষের কষ্টদায়ক কোনও আন্দোলনই মেনে নেওয়া যায় না। তাঁর কটাক্ষ, আহূত বনধ কাদের স্বার্থে তা আহ্বানকারীদের স্পষ্ট করতে হবে। তিনি ভর্ৎসনা করে বলেন, রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়েই এখন তাঁরা রাজ্যকে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে।

অন্যদিকে, বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান বিজন ধর প্রস্তাবিত বনধকে সমর্থন করছেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরোধিতা করে রাজ্যকে স্তব্ধ করে দেওয়াকে সমর্থন করি না। তাঁদের এই ফালতু আন্দোলনের সাথে বামফ্রন্ট একমত নয়। সাথে তিনি শাসক জোটশরিক আইপিএফটিকে বিঁধে বলেন, এই বিলের বিরোধিতায় ১২ ঘণ্টার বনধ না করে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

অবশ্য কংগ্রেস নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় সংযুক্ত কমিটির ভূমিকাকে সমর্থন করেছে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কনভেনার পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-এর বিরুদ্ধাচরণ করে আহূত আন্দোলনকে সমর্থন করছি। তাঁর কথায়, হয়ত সংযুক্ত কমিটি মনে করেছে ওই বিলের বিরোধিতায় চূড়ান্ত আন্দোলন হলেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসবে। সাথে তিনি জানিয়েছেন, ওই বনধকে সমর্থন করার বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

১৩ দফা

● **প্রথম পাতার পর**

উদ্যোগে মিছিল, মিটিং ও পথসভা সংগঠিত করা হবে। ১৩ দফা দাবির মধ্যে প্রধান প্রধান দাবি গুলিও এইদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব বাবুল ভদ্র।

জাগরণ খেলা

একটি ম্যাচে ২২৫ কোটি টাকার বেটিং! বোর্ডের নজরে তামিল নাড়ু লীগ

ভারতের অভ্যন্তরীণ টি-২০ ক্রিকেট লীগের ওপর ঘনীভূত হচ্ছে বেটিং চক্রের ছায়া। জল এতদূর গড়িয়েছে যে বিসিসিআই-এর দুর্নীতি দমন শাখা বা অ্যান্টি কোরাপশন ইউনিট (গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, প্রয়োজনে এই লীগ বন্ধ করে দেওয়ার সুপারিশও করেছে তারা বোর্ডের কাছে।বিসিসিআই-এর কাছে জমা দেওয়া একটি গোপন রিপোর্টে জানিয়েছে যে এবছরের মরসুম চলাকালীন তামিল নাড়ু প্রিমিয়ার লীগে টুটি পেট্রিওটস বনাম মাদুরাই প্যান্থারসের ম্যাচে আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ”” এ প্রায় ২৪ মিলিয়ন পাউন্ড বা ২২৫ কোটি ভারতীয় টাকার বাজি ধরা হয়।রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ভারতের একটি রাজ্যস্তরের লীগে এই অস্বাভাবিক পরিমাণ বেটিং দেখে এতটাই চিন্তিত হয়ে পড়ে যে টুটি পেট্রিওটসের কোনও ম্যাচে বেট নেওয়াই বন্ধ করে দেয় তারা। এই রিপোর্টের মূল তথ্যসূত্র এমন দুটি সংস্থা, যারা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে যে কোনও টি-২০ লীগ চলাকালীন যে কোনও টিমের ওপর কত বাজি ধরা হয়েছে, তার ওপর নজর রাখে।অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রধান অজিত সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। গত সপ্তাহে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দুটি ফ্র্যাঞ্চাইজকে বরখাস্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু এর পরে তামিল নাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক অধিকর্তা জানান, কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজকে বরখাস্ত করা হয়নি। তবে তিনি এও জানান যে টুটি পেট্রিওটসের দুজন সহ-অংশীদারকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির পরামর্শে বহিষ্কার করা হয়েছে।গত সেপ্টেম্বর মাসে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছিল যে তামিল নাড়ু প্রিমিয়ার লীগে অবাধ দুর্নীতি আবিষ্কার করার পর একজন ভারতীয় ক্রিকেটার, একজন নিয়মিত আইপিএল খেলোয়াড় এবং একজন রঞ্জি ট্রফি কোচ সমেত আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত চালায় বিসিসিআই-এর । তদন্তের সঙ্গে যুক্ত এক সূত্রের খবর, ম্যাচ ফিক্সার এবং বুকিরা টিমের মালিকের সঙ্গে অবৈধ চুক্তির মাধ্যমে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজের দখল নিয়ে ”এমনভাবে দল চালাত যাতে বেটিং থেকে প্রচুর লাভ হয়”।সৌরভ আরও জানিয়েছিলেন যে সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফির সঙ্গে যুক্ত অন্তত একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে জাতীয় স্তরের এই টি-২০ টুর্নামেন্ট চলাকালীন যোগাযোগ করে কিছু বুকি। কর্ণাটক প্রিমিয়ার লীগের সেই খেলোয়াড় আপাতত ”হোল্ডে” রয়েছেন বলেও জানান সৌরভ।গত একবছরে বিভিন্ন টি-২০ লীগে দুর্নীতির তদন্তে ব্যস্ত থেকেছে । টি-২০ মুম্বই লীগেও একটি দলের মালিক তাঁকে ”স্পট ফিক্সিং” করার প্ররোচনা দিয়েছেন, মুম্বইয়ের এক খেলোয়াড়ের এই অভিযোগেরও তদন্ত করছে তারা। অতীতে ঙএর প্রধান অজিত সিং বলেছেন যে ম্যাচ ফিক্সিং রুখতে কর্তৃপক্ষের আইন প্রণয়ন করা উচিত।সৌরভ বলেছেন যে লীগের পর লীগে দুর্নীতি চলতে থাকলে আরও মজবুত করতে হবে ঙকে, এবং এও জানিয়েছেন যে আগামী বছর বর্তমান কাঠামোর পর্যালোচনা করা হবে। তাঁর কথায়, ”আমরা এর মোকাবিলা করছি, অ্যান্টি-কোরাপশন প্রক্রিয়াটা ঠিক করছি। অ্যান্টি-কোরাপশন বিভাগে সবচেয়ে ভালো লোক দরকার আমাদের, তাকে আরও মজবুত করা দরকার। যদি দুর্নীতি বন্ধ না হয়, যদি আমাদের প্রক্রিয়া কাজ না করে, তবে আগামী বছর অন্য কিছু ভাবব আমরা।”ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরু ক্রাম ব্রাঞ্চ কর্ণাটক প্রিমিয়ার লীগে সম্ভাব্য দুর্নীতি এবং স্পট ফিক্সিং সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার করেছে একাধিক ব্যক্তিকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত নাম হলো কর্ণাটকের প্রাক্তন অধিনায়ক সিএম গৌতমের। গ্রেফতার হন বেলাগাভি প্যান্থারসের মালিক আশফাক আলি থারা, এবং বেশ কিছু বুকি, অন্যান্য খেলোয়াড়, এবং কিছু দলের সহকারী কর্মী।

কোহলি কে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করল রাজ্জাক!

পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা বর্তমানে প্রায় অনেকটাই ধরাশায়ী। কিন্তু ভারত এগিয়ে যাচ্ছে তার নিজের অদম্য বলে। আর যার কান্ডারী বিরাট কোহলির মতো ক্যাপ্টেন। যার কাঁধে ভর করে ভারতের থার্মোমিটারের পারদ চড়চড় করে বাড়ছে। শীর্ষে রয়েছে ভারত। একসময় শচীন টেন্ডুলকারের ব্যাটে ভর করে জিতেছে ভারত। কিন্তু শচীন এর জায়গায় তার নিজের স্থান ধরে রেখেছে। তবে তুলনামূলক সাহিত্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসে তুলনার কথা। যা বিশ্বে কোন সময় কোন সমালোচকদের মুখে আটকানো যাবে না। তবে এবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আব্দুল রাজ্জাক। এক সময় পাকিস্তানের বোলিং লাইন আপের অন্যতম ছিলেন তিনি।রাজ্জাকের মন্তব্য, ' ১৯৯২ থেকে ২০০৭ সাল অবধি খেলা খেলোয়াড়রা বোঝেন ক্রিকেট খেলাটা আসলে কি।সেই সময় একাধিক বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের দেখেছি আমরা।কিন্তু বর্তমানে সেইটা দেখা যায়না।ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ,যাই বলুন এখন আর তেমন সৃজনশীল কিছু দেখা যায়না, পুরোটাই বেসিক।” বিরাট দারুন ক্রিকেটার , কিন্তু ওকে কখনো শচীন তেন্ডুলকরের সাথে একই আসনে রাখা যাবেনা।

রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে ট্রেন মিস ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের

ভারতের মানচিত্র সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। তিনি শুনতেও চান না অন্য কারও পরামর্শ। কোথায় লুধিয়ানা আর কোথায় কলকাতা? তিনি বুঝতেই চাননি। কেন তাঁর দল ম্যাচের ঠিক আগের দিন লুধিয়ানা যাবে? কেন একদিন হাতে রেখে দল লুধিয়ানাতে পৌঁছবে না? সবচেয়ে বড় কথা কোয়েস কর্তারা কি জানতেন না বছরের এই সময়ে বেশিরভাগ দিন কুয়াশায় ঢাকা থাকে দেশের রাজধানীর বিমানবন্দর। উড়ান ওঠা—নামায় ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়? কোয়েস কর্তাদের বোঝানো উচিত ছিল ইস্টবেঙ্গল কোচ আলেসান্দ্রোকে। যদিও তিনি খুব একটা কথা শুনতে চান না। ফলে, যা হওয়ার সেটাই হয়েছে।কলকাতা---দিল্লিগামী উড়ান দেরি করে দিল্লি পৌঁছানোর পর দিল্লি থেকে লুধিয়ানা যাওয়ার অমৃতসর শতাব্দী ট্রেন মিস করলেন লাল—হলুদ ফুটবলাররা। তার পেছনেও রয়েছে আরও একটা কারণ। 'পেশাদার, পেশাদার' বলে চিৎকার করতে থাকেন যারা তাদেরই কারও বুদ্ধিতে দিল্লিতে নেমে লাল—হলুদ ফুটবলাররা একটি রেস্তোরাঁয় খেতে যান। তারপর রাজধানীর 'কুখ্যাত' ট্রাফিকে আটকে গিয়ে ট্রেন মিস করেন! একটা পেশাদার ফুটবল দল কীভাবে এমন কাজ করতে পারে তা নিয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তা ব্যাপক চটেছেন কোয়েস কর্তাদের ওপরে।ফুটবলাররা যখন নয়াদিল্লি স্টেশনে পৌঁছন ততক্ষণে অমৃতসর শতাব্দী দিল্লির প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। রীতিমতো সমস্যায় পড়েন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। দিল্লি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে ভিডিও বার্তায় ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি ফুটবলার মার্তি ক্রেসপি গোটা ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, তাঁরা মেশিন নন। দিল্লি প্ল্যাটফর্মে যখন শুক্রবার বিকেলে তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তারপর ঠিক ২০ ঘণ্টা পরে তাঁরা পাঞ্জাব এফসি—র মতো দলের বিরুদ্ধে আই লেগির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবেন। যে কোনও মানুষের পক্ষেই যা কষ্টের। ফুটবলারদের পক্ষে তো বটেই। বৃহস্পতিবার লুধিয়ানায় গেলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। শেষ পর্যন্ত দিল্লি থেকে একটি বাস ভাড়া করা হয়।যা জোগাড় করতে করতে সন্ধে সাতটা বেজে যায়। দিল্লি থেকে লুধিয়ানা শেষ পর্যন্ত বাসে করে যেতে হল ইস্টবেঙ্গল ফুটবলারদের। বেশি রাতের খবর অনুযায়ী রাত ২টোর পর লুধিয়ানায় পৌঁছানোর কথা লাল---হলুদ ফুটবলারদের।তার ঠিক পরের দিন দুপুর ২টোয় ম্যাচ খেলতে নামবেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এফসি তেমন শক্তিশালী দল নয়। লুধিয়ানা থেকে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সহজেই ফিরতে পারার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু লুধিয়ানা যাত্রার এত ঝক্কি সামলে মাঠে নেমেও যদি ক্লান্তি গ্রাস করে ফুটবলারদের তাহলে কিছু বলার থাকে না। যদি কোনও কারণে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট খোয়া যায় তাহলে কে দেবেন উত্তর? সেটাই জানতে চাইছেন লাল---হলুদের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকার। 'কে দেবে উত্তর? ফুটবলারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। কেন ট্রেন মিস করবে দল? কেন দল দু'দিন আগে যাবে না? সত্যি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কার হাতে দল রয়েছে? কারা চালাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাদের কোনও কথাই শুনতে চায় না। ফুটবলাররা তার জন্য সমস্যায় পড়ছে। এসবের হাত থেকে দলকে উদ্ধার করতেই হবে।'

জুয়ানের বাঁ পায়ের বুলেটে ড্র ”ক্লান্ত” ইস্টবেঙ্গলের

দ্য ওয়াল ব্যুরো: হারতে থাকা ম্যাচে শেষ মুহূর্তে জ্বলে উঠলেন জুয়ান মেরা গঞ্জালেস। পিছিয়ে থাকা ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে পাঞ্জাব থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ১৩ মিনিটের মাথায় পাঞ্জাব এফসির তারকা তথা প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড় সঞ্জু প্রধানের ফ্রিক থেকে দ্যানিলোর গোলে পিছিয়ে পড়ে লাল-হলুদ। তারপরও একাধিক সুযোগ তৈরি করে পাঞ্জাব।কিন্তু প্রাক্তন বাগান তারকা ডিপান্ডা ডিকা যদি মিস না করতেন, তাহলে ইস্টবেঙ্গলকে আরও গোল হজম করতে হতো। শুক্রবার থেকেই চিন্তায় ছিলেন সমর্থকরা। চিন্তায় ছিলেন ক্লাব কর্তারাও। দিল্লি পৌঁছনোরর পর দিল্লি-অমৃতসর শতাব্দী এক্সপ্রেসে লুধিয়ানা যাওয়ার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের।কিন্তু ট্রেন মিস করে দল। শেষমেশ বাসে লুধিয়ানার উদ্দেশে রওনা হন কোলাডো, কাশিম, মার্তি ক্রিসপিরা। ভোর রাতে হোটেলে পৌঁছয় ইস্টবেঙ্গল টিম। কালকেই স্প্যানিশ তারকা মার্তি ক্রিসপি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে বলেছিলেন, ”আমরা মেশিন নই, মানুষ।” এদিন দেখা গেল ক্লান্তির ধাক্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। আগের ম্যাচে যে ফুটবল খেলেছিল, এদিন তার সিকি ভাগও দেখা গেল না।এদিনের ম্যাচে প্রথম একাদশে একটিই পরিবর্তন করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ আলেজান্দ্রো মেনেন্ডেজ।

রাইট ব্যাকে গত ম্যাচে রিয়েল কাশ্মীরের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন কমলপ্রীত সিং। ওই জায়গায় পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে তিনি খেলান সামাদ আলি মল্লিককে। ডান দিকে সামাদ একাধিকবার ওভার ল্যাপে গেলেও, সেখান থেকে গোল করার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের বেশ কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর পিন্টু মাহাতোর জায়গায় রোনাল্ডো অলিভিয়েরাকে নামান লাল-হলুদ কোচ। কিন্তু গোটা দল যেন নড়তেই পারছিল না এদিনের ম্যাচে। অনেকের মতে, খেলোয়াড়দের শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। অবশেষে ৮৪ মিনিটে বক্সের বাইরের কোণাকুণি জায়গা থেকে দুরন্ত শটে গোল করেন জুয়ান মেরা। গোটা বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে কোয়েসের ব্যবস্থা নিয়ে। সমর্থকরা সমালোচনা শুরু করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সব মিলিয়ে আই লিগের শুরুতেই অনেকটা পিছিয়ে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। আপাতত তাদের দু”ম্যাচে দু”পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গলের পরের খেলা আগামী ১০ ডিসেম্বর। অ্যাওয়ে ম্যাচে নেরোকার বিরুদ্ধে নামবে তারা।

একসময় লারাকেও হতাশা গ্রাস করেছিল

: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মানসিক চাপ নিয়ে মুখ খুললেন ব্রায়ান লারা। কোনওরকম রাখঢাক না করেই জানালেন, একসময় হতাশা তাঁকেও গ্রাস করেছিল। কিছুদিন আগেই মানসিক সমস্যায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তারপরই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অনেকে। সেই তালিকায় ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। এবার ত্রিনিদাদ রাজপুত্র গলা মিলিয়েছেন। তাঁর কথায়, '১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত আমার কেরিয়ারের গ্রাফ ছিল ঊর্ধমুখী। তবে ১৯৯৫---১৯৯৮ এই সময়ে গ্রাফ নীচের দিকে নামতে শুরু করে। আসলে আমি দুটো বিশ্বরেকর্ডের মালিক এই চাপটাইআমার ওপর মারাত্মক ছিল। তার মধ্যে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটেরও অধঃপতন শুরু হয়েছে। মনে পড়ছে একদিন ঘরে শুয়ে থাকার সময় মনে হল হতাশায় যেন তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমশ। ক্রিকেটে এই ধরনের মানসিক চাপ মারাত্মক। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, সব খেলাতেই এই চাপটা থাকে। এখন সেটা আরও বেড়েছে। তবে প্লেয়াররা এখন মুখ ফুটে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারছে। সাময়িক বিরতি নিয়ে এই হতাশা থেকে আবার বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজছে।' এখানেই শেষ নয়। লারা আরও যোগ করেন, 'সাতের, আটের দশকের প্লেয়ারদের তুলনায় এখনকার ক্রিকেটারদের অনেক বেশি চাপ নিয়ে খেলতে হয়। ক্রিকেট খেলাটা তো ভালবেসে খেলার কথা। কিন্তু এখন যে হারে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের আধিপত্য বাড়ছে তাতে মাঝে মধ্যে খেলাটা বোঝা মনে হতেই পারে। ইংল্যান্ডের হয়ে খেলে অথচ কাউন্টি ক্রিকেটে খেলতে চাইছে না। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলে অথচ শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে চাইছে না। এই উদাহরণগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছে ক্রিকেটাররা মানসিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত। এই দিকে নজর দেওয়া দরকার।' এত কিছু বলার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল নিয়েও মন্তব্য করেছেন লারা। তিনি চান এবারের ভারত সফরে ভাল দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করুক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বলেছেন, 'টি২০ ক্রিকেটে দাপটের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সমীহ করে অন্য দলগুলো। জানি ভারতের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে খেলা কঠিন। তাই এখানে জিততেই হবে বলছি না। তবে প্রতিযোগিতার শেষে ভাল দল হিসেবে যেন ছাপ রাখতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।' অধিনায়ক কিয়েরন পোলার্ডকে নিয়ে লারা বলেন, 'সম্প্রতি দেশের হয়ে খুব বেশি হয়তো খেলছে না। তবে ও বিশ্বের বিভিন্ন লিগে খেলছে। বিপক্ষের প্লেয়াররা ওকে সমীহ করে। সতীর্থরাও ওর কথা শোনে। তাই পোলার্ডকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার মধ্যে কোনও ভুল নেই। টি২০ বিশ্বকাপের আর খুব বেশি দেরি নেই। তাই সঠিক ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব দেওয়া দরকার ছিল। সেটাই করা হয়েছে।'

এমসিজি”র “বিপজ্জনক” পিচে পরিত্যক্ত খেলা

মেলবোর্ন: বক্সিং-ডে টেস্ট শুরু হতে হাতে গোনা মাত্র তিন সপ্তাহ। এমন সময় মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ”বিপজ্জনক” পিচ উঠে এল চর্চার শিরোনামে। অবস্থা এমনই যে শেফিল্ড শিল্ডে ভিক্টোরিয়া বনাম ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রথম দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হল মাত্র ৪০ ওভার। এরপর ক্রিকেটাররদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিপজ্জনক পিচে খেলা চালিয়ে যাওয়ার রাস্তায় হাঁটেননি আম্পায়ারদ্বয়।স্বাভাবিকভাবেই বক্সিং-ডে টেস্টের মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। উল্লেখ্য, অভিজাত মেলবোর্নের পিচে অসমান ও বিপজ্জনক পিচে শনিবার খেলার শুরু থেকেই বিব্রত বোধ করতে থাকেন ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা। বাউন্সারে আঘাত পান ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার দুই ব্যাটসম্যান শন মার্শ ও মার্কাস স্টোইনিস। ঘটনার গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে গ্রাউন্ডস্টাফদের ডেকে প্রাথমিকভাবে পিচ রোল করতে বলেন দুই আম্পায়ার।তাতেও অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ায় গ্রাউন্ডস্টাফদের ডেকে আলোচনা সারেন দুই আম্পায়ার ফিলিপ গিলেসপি ও জিওফ জোসুয়া। এরপর ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রথমদিনের মত খেলা পরিত্যক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘটনার পর ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে এক বিবৃতি মারফত জানানো হয় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বক্সিং-ডে টেস্ট শুরুর আগে সম্ভাব্য সেরা পিচই গড়ে তুলবেন গ্রাউন্ডস্টাফরা।তবে শেফিল্ড শিল্ডের প্রথমদিনের খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার ঘটনায় হতাশ বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশন প্রধান পিটার রোচ। তাঁর কথায়, বক্সিং-ডে টেস্টের জন্য ম্যাট পেজ (কিউরেটর) ও গ্রাউন্ডস্টাফদের হাতে দু”সপ্তাহেরও বেশি সময় রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে এমসিজি”র অসমান বাউন্সের কারণ খুঁজে সমস্যা সমাধান করতে হবে।”এর আগে ২০১৭ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বক্সিং-ডে আশেজ টেস্ট নির্বিষ ড্র”য়ের পর আইসিসি”র ”পুওর পিচ” তকমা পায় এমসিজি। এরপর ভারতের বিরুদ্ধে গতবছর বক্সিং-ডে টেস্টের পর ”অ্যাভারেজ পিচে” উন্নীত হয়। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, রবিবার সকালে পিচ পরিদর্শন করে খেলা শুরুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন আম্পায়ারদ্বয়।

আমার থেকে কত রানে এগিয়ে গিয়েছো জানো? চহালের প্রশ্নে রাহুল বললেন..

শুক্রবার হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে ভারত। সেই জয়ে বিরাট কোহালির অবদান সবচেয়ে বেশি থাকলেও উপেক্ষা করা যাবে না লোকেশ রাহুল ও যুজভেন্দ্র চহালকে।২০৮ রানের জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৪০ বলে ৬২ রান করেছেন রাহুল। ডানহাতি ওপেনার মেরেছেন পাঁচটি চার ও চারটি ছয়। বিরাট কোহালির সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ১০০ রান যোগ করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে, লেগস্পিনার চহাল নিয়েছেন শিমরন হেটমায়ার ও কিয়েরন পোলার্ডের উইকেট। চার ওভারে ৩৬ রান দিয়েছেন তিনি।লোকেশ রাহুল আবার সপ্তম ভারতীয় হিসেবে টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিকে হাজার রান করেছেন। এক হাজার ক্লাবে তিনি তৃতীয় দ্রুততম। চহাল এদিকে ভারতের সফলতম বোলার। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে যুগ্ম ভাবে তিনি এখন সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও চহাল, দু”জনেরই এখন এই ফরম্যাটে ৫২ উইকেট। শুক্রবার উপ্পলে চহাল টপকে গিয়েছেন জশপ্রীত বুমরাকে (৫১)।শুক্রবার প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জেতার পর ”চহাল টিভি”-তে দেখা গেল এই দু”জনকে। সেখানে মজার ছলে যুজভেন্দ্রচহাল জিজ্ঞাসা করলেন, ”তুমি কি জানো আমার চেয়ে তোমার রান কত বেশি এখন?” এই ফরম্যাটে রাহুলের রান এখন ১০৩৬। আর এই ফরম্যাটে চহালের রান মাত্র ৪। মজার ছলে চহাল আরও জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যাট করতে নামার সময় রাহুলের মাথায় ঠিক কী ছিল? রাহুল বললেন, ”কী আবার, শুধু মারার কথাই মাথায় ছিল।”

PRESS NOTICE INVITING AUCTION NO.01/EE/(AGRI)/N/2019-20

Sl No.	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of Documents	Time for Completion	Last date & time for receipt of application for issue of auction form	Date of Dropping	Time & date of opening of auction	Place of sale of auction documents
1	Demolishing, Disposal & Cleaning site of existing old Cloth Market Shed at Fatikray, Unakoti, Tripura without land . DNIA No. 01/E.E/Agri/N/2019-20	Rs. 20,731	Rs. 2000.00	Rs. 150.00	7 (Seven) days	16/12/2019 Upto 5.00 PM	17/12/2019 Upto 3.00 PM	17/12/2019 At 3.30 PM (If Possible)	Office of the Executive Engineer.Department of Agriculture, Ganganagar Dharmanagar.North Tripura

For more details, please contact of undersigned.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।
(Er.Sukumar Chandra Das)
EXECUTIVE ENGINEER
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
DHARMANAGAR,NORTH TRIPURA.

No.F.75 (56)-DSWE/ACCTT/14/4579(5)
Dated, Agartala, the 03/12/2019
AUCTION NOTICE
On behalf of the Governor of Tripura sealed tenders are hereby invited for the sale of the under noted condemned vehicles through public auction" AS IS WHERE IS BASIS" from the Bonafied firms or person interested to purchase the vehicle. The person interested to contest must be a citizen of India.
Detailed terms & conditions of the Auction Notice is available in Departmental website www.socialwelfare.tripura.gov.in and hard copy can be seen in the Notice Board of the Office of the Directorate of Social Welfare and Social Education, Abhoynagar, Agartala, Tripura on all working days w.e.f. 05/12/2019 to 31/12/2019 during office hours (i.e from 10.00 A.M to 5.30 P.M.)
1.Panisagar ICDS Project, Type of vehicle & Registration No. Maruti Gypsy-410, Registration No-TR01-0864, Total K.M. covered. 1, 65,286. Date of purchase. 1992. Engine No-156147. Chasis No-143261. Reserve Value issued by Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala Rs.45,000/-. 2. Kadamtala ICDS Project, Type of vehicle & Registration No. Jeep, Registration NoTR-02-0913. Total K.M. covered. 1.79,973. Date of purchase.2000. Engine No-DY-10125. Chasis No-10125. Reserve Value issued by Executive Engineer, Mechanical Division, PWD,
Agartala is Rs.25,000/-
ICA/C-1863/2019-20
Director
Social Welfare and
Social Education
Tripura.

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B), Jirania, West Tripura invites e-tender against press NIT No. 11/EE-JRN/2019-20 Dt. 02/12/2019
For 'Improvement of road from Champaknagar to Jampuijala via Belbari (Length 13.65 km) under C.RF Scheme in the State of Tripura/(Balance Work) (3rd Call).DNIe-T NO-19 /CE/PWD(NH)/CRF/2018— 2019. With Estimated cost :
Rs.13,15,06,730.00 Earnest Money Rs.13,15,067.00 Time of Completion — 24 (twenty four) months. Last Date of bidding for bids on 02/01/2020 up to 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Notes:- 1) All the above mentioned time are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
ICA/C-1856/2019-20
দূষণমুক্ত পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা গড়তে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক আর নয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 21/EE/DWS/DMN/2019-20
The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD, having experience in similar nature of work.up to 3.00 **P.M. on 24-12-2019** for the following work:-

Sl No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1.	DNIe-T No : 95/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 24,26,565.00	Rs. 24,266.00	90 Days	Appropriate Class
2.	DNIe-T No : 96/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 19,72,754.00	Rs. 19,728.00	90 Days	Appropriate Class
3.	DNIe-T No : 97/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 24,26,192.00	Rs. 24,262.00	90 Days	Appropriate Class
4.	DNIe-T No : 98/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 24,26,192.00	Rs. 24,262.00	90 Days	Appropriate Class
5.	DNIe-T No : 99/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 24,26,192.00	Rs. 24,262.00	90 Days	Appropriate Class
6.	DNIe-T No : 100/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 24,26,192.00	Rs. 24,262.00	90 Days	Appropriate Class
7.	DNIe-T No : 101/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 8,38,173.00	Rs. 8,382.00	90 Days	Appropriate Class
8.	DNIe-T No : 102/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 8,11,453.00	Rs. 8,115.00	90 Days	Appropriate Class
9.	DNIe-T No : 103/EE/DWS/DMN/2019-20	Rs. 5,10,546.00	Rs. 5,105.00	90 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 24-12-2019 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID : 24-12-2019 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application : https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee : 1,000.00 (non refundable) each.
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note : *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
ICA/C-1851/2019-20
সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প
একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।
Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar,
North Tripura.

জাগরণ 8 December, 2019, Sunday আগরতলা ৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সন্ত্রাসবাদই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতি : রাজনাথ সিং

দেহরাদুন, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে পাকিস্তান। এর থেকে তারা এখনও পিছু হটছে না বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

শনিবার রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদকে রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করেছে পাকিস্তান। ভারতের বিরুদ্ধে চারটি যুদ্ধের মধ্যে প্রতিটিতে হেরেছে তারা। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের পথ থেকে এখনও সরে আসেনি। এদিন দেহরাদুনে ইণ্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডির ১৪২তম পাসিং আউট প্যারেডে অংশগ্রহণ করে সদ্য পাশ করা নতুন ক্যাডেটদের সন্ত্রাসবাদীদের মুখোমুখি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সন্ত্রাসদমনে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের একাধিক পদক্ষেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ দমনে কৌশলগত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের ফলে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে গোটা বিশ্বে ঘটে যাওয়া দুইটি বড় সন্ত্রাসবাদী হামলার নজির তুলে ধরে রাজনাথ বলেন, ৯/১১ হামলায় দায়ী আল কায়দার মূলচক্রীকে পাওয়া গিয়েছিল পাকিস্তানে। এমনকি ২৬/১১ মুম্বই হামলার মূল্যচক্রী লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ কম্যান্ডারাও নিরাপদে রয়েছে পাকিস্তানে।

সন্ত্রাসবাদীদের নন-স্টেট অ্যাক্টর আখ্যা দিয়ে রাজনাথের দাবি, প্রশাসনের মাথায় কাঠপুতুল সরকার বসিয়ে পাকিস্তান প্রশাসনের যাবতীয় নীতি এরাই ঠিক করে দেয়। ২৬/১১ নিহতের পরিবারের সদস্যেরা তখনই বিচার পাবে যখন মূল্যচক্রীদের খতম করা হবে।

ভারত যে কোনও দেশের উপর হামলা চালায়নি তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্য দেশের ভূখণ্ড দখল কোনওদিন করেনি। পাকিস্তানকে আজব প্রতিবেশী আখ্যা দিয়ে তরুণ ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

বাংলাদেশের বিচারকদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন শেখ হাসিনা

ঢাকা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বাংলাদেশের বিচারকদের জন্য একগুচ্ছ ঘোষণা করলেন সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উ শনিবার 'জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন ২০১৯' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বিচারকদের বেতন বৃদ্ধি, আলাদা বেতন কাঠামোসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং বিচার বিভাগের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বিভিন্ন সময় আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন তিনি বলেন, বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অবকাঠামোগত সঙ্কট নিরসনে আমরা ৬৪টি জেলায় আধুনিক বহুতল চিফ জুডিশিয়াল আদালত ভবন নির্মাণের উদ্যোগ, ২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ জেলা জজ আদালত ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ, সম্প্রতি সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচারকদের জন্য ১২৮টি গাড়ি ক্রয়ের অনুমোদন, বিচারকদের আবাসন ও গাড়ি সুবিধাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদির কথা উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। বিচারকদের জন্য গাড়ি ঋণ নগদায়নের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি মামলা ব্যবস্থাপনায় আরও গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে ই-জুডিশিয়ারি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সব আদালতকে আইসিটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ই-জুডিশিয়ারি চালু করা গেলে মামলা জট কমবে। জনসাধারণকে জাতীয় হেল্প লাইন ১৬৪৩০ নম্বরে টোল ফ্রি কলের মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, আইনমন্ত্রী আনিসুল হক প্রমুখ।

শনিবার রাজভবনে পতাকা দিবসে রাজ্যপাল রমেশ বাইশ এনএসএস তহবিলে অর্থ প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পতাকা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। আজ রাজ্যেও সামরিক বাহিনীর পতাকা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সামরিক বাহিনী সহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করেন। সংগ্রহিত অনুদানের টাকা সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান প্রয়াত জওয়ানদের পরিবারের স্ত্রী সন্তানদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়ে থাকে। সামরিক বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে এনসিসি ক্যাডেটরা এক র‍্যালি সংগঠিত করে। র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে কচিকাঁচারাও শামিল হয়। এই র‍্যালির মূল উদ্দেশ্য হল সামরিক বাহিনীর পতাকা দিবস জনগণের সামনে তুলে ধরা। এই দিবসে এনসিসি ক্যাডেটরা ব্যবসায়ী সরকারি কর্মচারী এবং সাধারণ পথচলতি মানুষের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী জানান, এই দিবসে যে অনুদান সংগ্রহ করা হয় তা অবসরপ্রাপ্ত কিংবা শহীদ সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের পরিবারের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ছেলে-মেয়েদের পঠনপাঠন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া, চিকিৎসা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সামরিক বাহিনীর পতাকা দিবসে অনুদান সংগ্রহ করা হয়। পতাকা দিবসে পথচলতি সকল অংশের মানুষজন সাধ্যমতো অনুদান প্রদান করেন। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনাও পরিলক্ষিত হয়। দেশ সেবার কাজে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর প্রতি মানুষের যে শ্রদ্ধা তারও প্রমাণ ঘটে অনুদান প্রদান সহ মানুষের আবেগপ্রবণ মনোভাবের মধ্য দিয়ে।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষ্যে আজ সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা প্রতীকি হিসাবে পরিয়ে দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সৈনিক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেপি তিওয়ারি। মুখ্যমন্ত্রী সৈনিক কল্যাণ তহবিলে ৫০০ টাকা দান করেন।

ক্যাব-এর সমর্থনে গুয়াহাটির রাজপথে এবিভিপি-র মিছিল

গুয়াহাটি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিরুদ্ধে নয়, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর সমর্থনে এবার রাজপথ কাঁপিয়েছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। পূর্ব সূচি অনুযায়ী শনিবার গুয়াহাটির রাজপথে ক্যাব-এর সমর্থন করে বিশাল মিছিলের আয়োজন করেছিল এবিভিপি। গুয়াহাটি-সহ গোটা রাজ্যে ক্যাব-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করছে বিরোধীরা। এরই মধ্যে ক্যাব-সমর্থিত এবিভিপি-র মিছিল অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। আজ দুপুর ১২টায় দিঘলিপুখুরি পার্ক থেকে মিছিলটি বের হয়েছিল। শেষ হয়েছে উলুবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে।

মিছিলের নেতৃত্ব প্রদানকারী এবিভিপি-র জাতীয় সম্পাদক নয়নজ্যোতি শর্মা আজকের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলটি মূলত কী, সে-ব্যাপারে জনগণকে সজাগ ও সচেতন করতেই তাঁরা এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

নয়নজ্যোতির বক্তব্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে জনতার মধ্যে ভুল বার্তা ছড়ানো হচ্ছে, ভীতির বাতাবরণ তৈরির অপচেষ্টা হচ্ছে, এ সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুয়ো প্রচার চালানো হচ্ছে। ক্যাব-এর প্রতি নৈতিক সমর্থনের জানান দিতেই আজকের মিছিল, বলেন তিনি। শর্মা বলেন, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভাজিত হয়েছিল। তাই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান, পার্সি শরণার্থীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান এই দেশের কর্তব্য। তিনি বলেন, হিন্দুদের সুরক্ষা দিতেই নাগরিত্ব সংশোধনী বিল আনছে সরকার, তাই একে তাঁরা সমর্থন করছেন। এই বিল পাস হলে দেশ তথা অসম বাঁচবে, নইলে নয়, বলেন এবিভিপি-র জাতীয় সম্পাদক নয়নজ্যোতি শর্মা।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে হাফলঙে কংগ্রেসের অনশন

হাফলং (অসম) ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল বিরোধিতায় অসম সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দল সংগঠন আন্দোলনমুখী হয়েছে। প্রতিদিনই ক্যাব বিরোধিতায় আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে অসমে। এদিকে গত ৩০ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন দল সংগঠন ও ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্গত বিভিন্ন স্বশাসিত পরিষদের সিইএমদের সঙ্গে সভায় ঘোষণা করেন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল উত্তর পূর্বের ইনার লাইন পার্মিট থাকা রাজ্য ও ষষ্ঠ অনুসূচীর অন্তর্ভূক্ত এলাকা গুলিতে কার্যকর হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীএমন ঘোষণার পরই ডিমা হাসাও জেলায় ক্যাব বিরোধিতায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গুলির আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লে ও ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস এখনও ক্যাব বিরোধী আন্দোলনে অনড় রয়েছে। শনিবার হাফলং রাজীব ভবনের সামনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অনশনে বসে অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্যাব বাতিলের দাবি জানায়।

শনিবার সকাল ১০ টা থেকে অনশনে বসে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসার নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। অনশন স্থলে বসে কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা বলেন, ষষ্ঠ অনুসূচির অন্তর্ভূক্ত অঞ্চলগুলিতে ক্যাব কার্যকর হবে না অমিত শাহ ঘোষণা করলে ক্যাব অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্রদের সব অধিকার কেড়ে নেবে বলে মন্তব্য করে কংগ্রেস সভাপতি বলেন অসমে এনআরসি হওয়ার পর কেন ক্যাব নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলে বলেন ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে অসমে এনআরসি করে এখন অসম চুক্তির ছয় নম্বর ধারা উলঙ্ঘন করে এক প্রকার জোর করে ক্যাব চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভূমিপুত্রদের অস্তিত্ব সংঙ্কটের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে যা কংগ্রেস দল কোনও দিন মেনে নেবে না। ক্যাব বিরোধিতায় কংগ্রেস তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। নির্মল লাংথাসা বলেন ক্যাব বিরোধিতায় নেসো ১০ ডিসেম্বর যে উত্তর পূর্বাঞ্চল বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস দল এই বনধকে সমর্থন করবে তাছাড়া ক্যাব বাতিলের দাবিতে আগামী ১৩ ডিসেম্বর কংগ্রেস দল দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরে প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করবে বলে জানান ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা।

বিতর্কিত ! রাহুলের কাছে বিশ্বের রেপ ক্যাপিটল ভারত

ওয়ানাড, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের বিতর্কিত মন্তব্য রাহুল গান্ধীর। ভারতকে ধর্ষণের রাজধানী বলে বিতর্কে জড়ালেন ওয়ানাডের সাংসদ।

শনিবার কেরলের ওয়ানাডে দলীয় কর্মীদের এক সভায় বক্তব্য রাখতে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, উন্নাওয়ের ঘটনা মানবিকতার জন্য লজ্জাজনক। এই বিষয়ে স্তম্ভিত কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি জানিয়েছেন, গোটা বিশ্বে ভারত এখন ধর্ষণের রাজধানী। ভারতে মহিলারা কেন নিরাপদ নয়, তা জানতে চাইছে গোটা বিশ্ব। প্রকৃত বিচারের অপেক্ষা থেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল ভারতের এক মেয়ে।

এদিন অরাজক এবং হিংসার পরিস্থিতির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পাশাপাশি তাঁর দাবি আইনের প্রতি আস্থা হারিয়ে মানুষ এখন আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডে ভোটদান শান্তিপূর্ণ, দ্বিতীয় পর্বের ২০ টি বিধানসভা আসনে ৬৩.৪৪ শতাংশ ভোটগ্রহণ

রাঁচি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের ৩ টি ঘটনা বাদে ঝাড়খণ্ডে পুদ্বিতীয় পর্বের ২০ টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ছিল। কমিশনের নজরে এসেছে এমন তিনটি ঘটনার মধ্যে একটিতে গুমলার ৩৬ নম্বর বুথে পুন ভোটের জন্য পরামর্শ দিয়েছে। ঘটনাগুলি সিআরপিএফ এবং গ্রামবাসীর মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ৩৬ নম্বর বাঘানীর গুমলা ভোট কেন্দ্রে, যেখানে সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করায় নিরাপত্তা কর্মীরা গুলি চালায়, এই ঘটনায় এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয় এবং ২ জন আহত হন। এছাড়া চাইবাসার ৮৮ নম্বরের ভোটকেন্দ্রের কাছে নকশালরা বাস পুড়িয়ে দেয়। খুন্তির আরকীতে ১৩২ টি পোলিং বুথের রিটার্নিং পোলিং কর্মীদের নকশালরা আক্রমণ করে। যদিও সবাই নিরাপদ রয়েছে। এদিন বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ৬৩.৪৪ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়। বিগত ২০১৪ সালে বিধানসভা নির্বাচনে এই ২০ টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৬৮.০৮ শতংশ ভোট হয়েছিল। উল্লেখ্য, এদিন দ্বিতীয় দফায় ঝাড়খণ্ডের মোট ২০টি বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হয়। যথাক্রমে-বাহারাগোরা, ঘাটশিলা, পোটকা, জুগসালাই, জামশেদপুর পূর্ব, জামশেদপুর পশ্চিম, সরাইকেল্লা, খারসাওয়ান, চাইবাসা, মাঝগাঁও, জগন্নাথপুর, মনোহরপুর, চক্রধরপুর, তামার, মান্দার, তোরপা, খুন্তি, সিসাই, সিমদেগা এবং কোলেবিরাউ উল্লেখযোগ্য বিধানসভা আসনগুলি হল-জামশেদপুর পূর্ব, খুন্তি, তোরপা, চাইবাসা, চক্রধরপুর এবং সিসাইউ জামশেদপুর পূর্ব বিধানসভা আসন : জামশেদপুর পূর্ব আসনে ভাগ্যপরীক্ষা হবে মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসেরউ এই আসনকে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই মনে করা হয়উ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে জাতীয় মুখপাত্র গৌরব বল্লভকেউ খুন্তি বিধানসভা আসন : খুন্তি বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হলেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নীলকান্ত সিং মুণ্ডাউ মুণ্ডাকে এই আসনে জোরদার টক্কর দিতে পারেন জেএমএম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী প্রার্থী দয়ামণী মারানউ তোরপা বিধানসভা আসন : তোরপা আসনে এবার ত্রিমুখী লড়াই, সুরীনের পরিবর্তে এবার এই আসনে সুদীপ গুড়িয়াকে প্রার্থী করেছে জেএমএম, সুরীন নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন এবং এই আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন কোচে মুণ্ডাউ চাইবাসা বিধানসভা আসন : প্রাক্তন আইএএস অফিসার জে বি তুবিদের ভাগ্যপরীক্ষা হবে চাইবাসা বিধানসভা আসনে, বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনিউ এই আসনে জেএমএম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী হলেন বর্তমান বিধায়ক দীপক বিরুওয়াউ চক্রধরপুর বিধানসভা আসন : পশ্চিম সিংভূম জেলার চক্রধরপুর বিধানসভা আসনের দিকেই সর্বাধিক নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলেরউ এই আসনে ভাগ্য পরীক্ষা হবে প্রাক্তন সাংসদ এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি লক্ষ্মণ গিলুওয়ারউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে সিংভূম থেকে পরাজিত হয়েছিলেন লক্ষ্মণউ এই আসনে এবার ত্রিমুখী লড়াই হতে চলেছে, জেএমএম প্রার্থী হলেন সুখরাম ওঁরাও এবং এজেএসইউ-র রামলাল মুণ্ডাউ সিসাই বিধানসভা আসন : দ্বিতীয় দফায় উল্লেখযোগ্য আসনের মধ্যে রয়েছে সিসাইউ এই আসনে ভাগ্য পরীক্ষা হবে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার স্পিকার দীনেশ ওঁরাও-এরউ এই আসনে জেএমএম-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে জিগা সুসারান হোরোকে

বিভিন্ন দাবীতে পুর নিগমে ডেপুটেশন ইরিক্সা চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। ই-রিক্সা শ্রমিক সংঘ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ই-রিক্সা ক্রয় করতে আপত্তি তুলেছে। ঋণ নিয়ে ই-রিক্সা ক্রয় করে ঋণ পরিশোধ ও পরিবার প্রতিপালন সম্ভব হবে না বলে তারা দাবি করেছে। তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের দাবি জানিয়েছে ই-রিক্সা শ্রমিক সংঘ। ই-রিক্সা চালকদের লাইসেন্স বাধ্যতামূলক এবং নির্ধারিত পরিমাণ ঋণের বিনিময়ে ই-রিক্সা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে চরম জটিলতা দেখা দিয়েছে। রাজ্য সরকার প্যাডেলচালিত রিক্সাকে ব্যাটারী চালিত করার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এর পরিবর্তে সরকারি ভর্তুকি ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ই-রিক্সা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আগরতলা সদর এলাকায় প্রায় ১৮ হাজার রিক্সা চালক রিক্সা চালিয়ে জীবনযাপন করছিল। সরকারি নতুন সার্কুলারে সাড়া দিয়ে মাত্র ১৫০ জন রিক্সা চালক ই-রিক্সা নিতে সক্ষম হয়েছে। বাকি বিরাট অংশ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ই-রিক্সা নিতে নারাজ। এসব বিষয় নিয়েই ই-রিক্সা শ্রমিক সংঘের পক্ষ থেকে শনিবার আগরতলা পুর নিগমের অফিসে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ই-রিক্সার বদলে তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার ই-রিক্সা চালক ও তাদের পরিবারের কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

ক্যাব বাতিলের দাবীতে হাফলংয়ে কংগ্রেসের অনশন

হাফলং (অসম) ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) বিরোধিতায় অসম সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দল সংগঠন আন্দোলনমুখী হয়েছে। প্রতিদিনই ক্যাব বিরোধিতায় আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে অসমে। শনিবার হাফলং রাজীব ভবনের সামনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অনশনে বসে অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্যাব বাতিলের দাবি জানায়। গত ৩০ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর পূর্বের বিভিন্ন দল সংগঠন ও ষষ্ঠ অনুসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন স্বশাসিত পরিষদের সিইএমদের সঙ্গে সভায় ঘোষণা করেন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল উত্তর পূর্বের ইনার লাইন পার্মিট থাকা রাজ্য ও ষষ্ঠ অনুসূচির অন্তর্ভূক্ত এলাকা গুলিতে কার্যকর হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরই ডিমা হাসাও জেলায় ক্যাব বিরোধিতায় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গুলির আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়লেও ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস এখনও ক্যাব বিরোধী আন্দোলনে অনড় রয়েছে। শনিবার হাফলং রাজীব ভবনের সামনে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা অনশনে বসে অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ক্যাব বাতিলের দাবি জানায়। শনিবার সকাল ১০ টা থেকে অনশনে বসে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসার নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। অনশন স্থলে বসে কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা বলেন, ষষ্ঠ অনুসূচির অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল গুলিতে ক্যাব কার্যকর হবে না অমিত শাহ ঘোষণা করলে ক্যাব অসম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ভূমিপুত্রদের সব অধিকার কেড়ে নেবে বলে মন্তব্য করে কংগ্রেস সভাপতি বলেন অসমে এনআরসি হওয়ার পর কেন ক্যাব নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, ১৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে অসমে এনআরসি করে এখন অসম চুক্তির ছয় নম্বর ধারা উলঙ্ঘন করে এক প্রকার জোর করে ক্যাব চাপিয়ে দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভূমিপুত্রদের অস্তিত্ব সংঙ্কটের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে যা কংগ্রেস দল কোনও দিন মেনে নেবে না। ক্যাব বিরোধিতায় কংগ্রেস তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। নির্মল লাংথাসা আরও বলেন, ক্যাব বিরোধিতায় নেসো ১০ ডিসেম্বর যে উত্তর পূর্বাঞ্চল বনধের ডাক দিয়েছে কংগ্রেস দল এই বনধকে সমর্থন করবে তাছাড়া ক্যাব বাতিলের দাবিতে আগামী ১৩ ডিসেম্বর কংগ্রেস দল দিল্লির সংসদ ভবনের বাইরে প্রতিবাদ কার্যসূচি পালন করবে বলে জানান ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল লাংথাসা।

উন্নাও-এর প্রতিবাদ বিধানসভা চত্বরে অখিলেশের ধরনা

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার প্রতিবাদে লখনউয়ের বিধানসভা চত্বরে ধরনায় বসলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। তাঁর সঙ্গে এই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন দলের রাজ্য সভাপতি নরেশ উত্তম এবং প্রাক্তন মন্ত্রী রাজেন্দ্র চৌধুরী। ধরনায় বসার আগে নিহতের আত্মার শান্তি কামনা করে দুই মিনিট নীরবতাও পালন করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

খিলপাড়ায় সিপিআই(এমএল) সভায় দুস্কৃতিদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি গত ৬ই ডিসেম্বর সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীদের শাস্তি দাবি করে উদয়পুরের খিলপাড়ায় অনুষ্ঠিত পথসভায় আরএসএস-বিজেপি দুর্বৃত্তদের হামলা, দলের নেতা-কর্মীদের বাড়ি ও দোকানপাটে লুটতরাজ চালানো এবং দলীয় বিভাগীয় অফিস ও সিপিাাই(এম)-র খিলপাড়া শাখা অফিস জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। পুলিশের অনুমতি নিয়ে সিপিআই (এম এল) লিবারেশন আয়োজিত পথসভা পুলিশের সামনেই আক্রান্ত হয়েছে। তারপর রাতভর বিভিন্ন স্থানে গুন্ডামি চালালেও পুলিশ কোনও ভূমিকা নেয়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটি মত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ওপর স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের অনুগামীদের হামার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে।

ছাত্র নেতার উপর হামলা, পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশন এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর ।। এসএফআই রাজ্য কমিটির এক প্রতিনিধি দল শনিবার পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে। গত ৫ ডিসেম্বর রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন রঞ্জিতনগরে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জয়দীপ রাউতের উপরে ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় নর্থ ইস্ট এনএসএস উৎসবের মঞ্চে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।ছবি- নিজস্ব।

শুভ ১৫তম
বিবাহ বার্ষিকী
অপুরাম সরকার
লিলু সরকার

আজ তোমাদের ১৫তম বিবাহ বার্ষিকীতে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংস দেবের রাতুল চরণে প্রার্থনা করি তোমাদের সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘ মধুময় দাম্পত্য জীবন এবং এই দিনটি তোমাদের জীবনে বারবার ফিরে আসুক।

এই আশীর্বাদ ও শুভ কামনায়
(সন্ধ্যা, স্বপ্না, তপ্না -দিদিগণ), (রত্ন, ঝর্ণা, রাঙা, টুকলু- বোনেরা) (দুলালদা, বিকাশদা, মিঠু, স্বপ্ন, নারু, রাজু- ভগ্নিপতিগন) (শিবুদা, শংকর, গুপু), (শিখা দি, রেখাদি, ঝর্ণাদি, রাঙাদি, - জ্যাঠালীগণ) (আনিতা, ও বানী - বৌদিরা), শুক্লা (শ্যালক বউ), মালা (ছোট ভাই-বউ), চুমকী, পিকু(গুণগুণ-মেয়ে), (অমরদা, সুরঞ্জনদা, শিবুদা, প্রানকৃষ্ণদা, সমীর, হাবুলদা ভায়রভাইগন), ভাগিনী-ভাগিগন ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনেরা।
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা, মোঃ - ৯৪৩৬৫১৮৭৮

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।